দরবেশ গ্রন্থাবলী—১০

সুসোমা

কিরণচাঁদ দরবেশ

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
মেসার্স গুরুদাস চাটার্জ্জি এণ্ড সন্‌স্‌
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।
১৩২৭



৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা ;
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত
১৯২১

প্রিয়তম বন্ধু

শ্রীযুক্ত তারাচরণ চক্রবর্ত্তী

করকমলে—

বন্ধু,

তুমি যে কুঁড়িটি দেখেছ গুটিতে,
সোহাগ-সমীরে সুধীরে ফুটিতে,
হোক্ সে বাসহীন,—
হোক্-না অতি ক্ষীণ,—
তোমারি শ্রীকরে চাহে সে টুটিতে,
মরণ-জীবনে অসীমে লুটিতে।

বারাণসী
শ্রীপঞ্চমী
১ ফাল্গুন, ১৩২৭

দরবেশ

সূচি

না দিতে গ্রহণ

অনেক দিনের পরে আসিয়াছি এই,
যাহা দিব ভেবেছিনু তাতো সাথে নেই।
এতদিন যাহা দিছি চরণে সঁপিয়া,
কিছু দেই নাই বঁধু, তোমা জানাইয়া;
নীরবে নীরবে দিছি, দিতে ছিল সাধ;
তুমি মিটায়েছ মোর সকল আহ্লাদ।
আজি বহুদিন পরে লাগাইলে হাওয়া,
ভেবেছিনু দিব—যাহা বাকী আছে দেওয়া।
আঁচল খুঁজিতে গিয়া পাইয়াছি লাজ,
যাহা দিব—তাতো মোর সাথে নাই আজ!
কবে কোন্ পথে জানি—ছেঁড়া শাড়ী দিয়া,
আমার সঞ্চিত ধন গেল গড়াইয়া।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি ওহে বিশ্বেশ্বর!
সে মোর সাধটি তব চরণ উপর।

কলিকাতা। ১ বৈশাখ, ১৩২১

সৃষ্টি

সৃষ্টির আদিম যুগে, বধির নীরব
কি এক বিরাট শূন্য—নিস্তব্ধ ভৈরব,
নৃত্য-ছলে হিল্লোলিত দিক্-দিগন্তরে।
স্থিতি-শূন্য অন্ধকার, আতুর অন্তরে
নৃত্য-হীন নৃত্যে দিত তাল। যাহা নাই
বর্ত্তমান, ছিলনা তা কভু কোনো ঠাঁই ;
যাহা আছে—তা'ও নাহি ছিল। বসুন্ধরা,-
সৌন্দর্য্যের মহালক্ষ্মী, সুখ-শোভা ভরা,—
শস্য-শষ্প-পত্র-পুষ্প-সম্ভারে সাজিয়া,
আলোকে বাতাসে খেলি ছিলনা বাঁচিয়া।
কোথা ছিল অন্তহীন সুনীল আকাশ ?
কোন্ গুপ্ত চির-লুপ্ত মহা-সপ্রকাশ
মহা-শূন্য করিত বিরাজ—শূন্য-হীন !
কে ছিল সে পুরাতন শাশ্বত নবীন ?
এ বিশাল বিপুলতা করি আচ্ছাদন,
ছিলনা তো অসীমের শূন্য আবরণ !
লোক-লোকান্তর ছিল সুপ্ত অগোচর।
ঝটিকা-তরঙ্গময়ী মন্থির সাগর,—
বসুন্ধরা-কন্যারত্ন-জনম-সম্ভবা,—
কোথা ছিল সঙ্গোপনে আসন্ন-প্রসবা,—

কোন্ দিব্য সূতিকা-আগারে ?—ব্যাকুলিতা-
উদ্বেগ-সংক্ষুব্ধা—নন্দিতা—ব্যথিতা—ভীতা।

মরণ ছিলনা কভু মৃত্যু-রূপে বাঁচি।
দুষ্প্রাপ্য তপস্যা-লব্ধ অমরতা যাচি
ফিরিত না দেবতা-সমাজ। দিবা-রাতি,
বর্ষ-মাস, জ্বালে নাই নিয়মের বাতি।
ছেদ-হীন বিরাম-বিহীন দগ্ধ-হিয়া
মহাকাল, অনাহত পক্ষ ঝাপটিয়া
বিরাজিত অনন্তের অন্তর-আকাশে।
বায়ু-হীন ধমনীর জীবন-নিশ্বাসে
ছিল কি জীবিত কোনো অজ-অদ্বিতীয় ?
বরণ-চাতুরীহীন কোন্ উত্তরীয়
উড়াইয়া কি বিরাট বিপুল হিল্লোলে,
কে নাচিত শব্দহীন অবিরাম দোলে ?

হে বিরাট অন্ধকার, আদি-পিতামহ,
হে সুন্দর নিস্তব্ধ মহান্, তব গৃহ
ছিল প্রতিষ্ঠিত, কোন্ অন্ধ তমসার
রন্ধ্রহীন তমিস্র পাথারে ? মনীষার
দীপ্ত প্রভা-পুঞ্জ, তরল কিরণ-মাখা
চাপল্য-চটুল, তিলেক ছিলনা আঁকা
তোমার গম্ভীর মৌন উদার ললাটে।

সন্তমস হে ধ্বান্ত বিশাল, মহা-ঠাটে—
মহিমার মহান্ শিখরে,—কোন্ ধ্যানে
তব রূপ ছিল্ল নিমগন ?—কেবা জানে
কাহার সন্ধানে ! তোমার অবিদ্যমান
অখণ্ড তিমিরে, কি বিরাট মহা-প্রাণ
বিপুল বিরহে কাঁদিল গোপন দাহে
কাহার লাগিয়া ? তব অশ্রুর প্রবাহে
ভাসিয়া নিস্তব্ধ কূল, উঠিল বাঁচিয়া
কোন্ মুক্ত মহা-সিন্ধু পুলকে নাচিয়া ?
সৃষ্টির আদিম ভাষা বুদ্বুদ হিল্লোলে
ফুটিল অনন্ত-ব্যাপী সিন্ধুর কল্লোলে
'তপ' 'তপ' 'তপ' রবে। করুণ নয়ানে,
কে চাহিল কবে কোন্ দিগন্তের পানে ?
ছুটিল প্রশান্ত দ্যুতি সে নয়ন হতে,
রবি-রশ্মি প্রকাশিল দীপ্তিময় পথে।

তোমার ক্রন্দন-রাশি সিন্ধুর আকারে
বাহিয়া পুলক-বন্যা বিপুল পাথারে
ভাসাইল তিমির-পরাণ। এক বিন্দু
অশ্রু তার, ছিল কি সঞ্চিত ওই ইন্দু-
শোভাহীন স্থির অন্ধ নয়ন যুগলে ?
পরাণের গুপ্ত-কোণে নিবিড় অতলে,

সে অশ্রু মাখিয়া দিল উন্মদ চেতনা !
তাই এ সৃষ্টির নব নন্দিত বাসনা
বন্দিল একান্ত হাস্যে তোমায় সুধীরে।
সে বাসনা আদি-মাতা সিন্ধুর শরীরে
শুভ ক্ষণে শুভ বীজ করিল সঞ্চার।
ধন্য সিন্ধু ! ধন্য সেই সার্থক বিহার !

জয় জয় বসুন্ধরা অনিন্দ্য-সুন্দরী !
আদি-মাতা উদধীর স্নিগ্ধ অঙ্কোপরি
কল-হাস্য-মুখরিতা শিশু সুকুমারী।
হে বালিকা, ধন্য লীলা চাপল্য বিথারি !
কত গ্রহ চন্দ্র তারা ফুটিল হিল্লোলে
তোমার সুনীল সূক্ষ্ম অম্বর-নিচোলে।
হে কিশোরী, তারুণ্যের লাবণ্য-ছটায়
এ কি সৌন্দর্য্যের স্তুপ নীরব ঘটায়
ধীরে ধীরে বিকশিল স্নিগ্ধ বক্ষে তোর
হেমকূট গিরির আকারে ! ভাব-ভোর
প্রেম-মুগ্ধ সদ্য-স্ফুট তরুণ পরাণ.
কি শাশ্বত সঙ্গীতের সুরে ধরি তান
ছুটিল কাহার পানে তটিনী হইয়া।
হে যুবতী, কোন্ অলি কি গান গাইয়া
বসন্ত ছড়ায়ে দিল তব সারা দেহে।

দুরন্ত কামনা-মাখা কি অটুট স্নেহে,
কি অজানা ব্যাকুল ব্যাথায়, মরি মরি
তব প্রাণ উঠিল নাচিয়া। বিভাবরী
কৌমুদী-কুঙ্কুমে সাজি সাজালো আদরে!
দিবস হাসিয়া দিল রক্ত পট্টাম্বরে!
হুতাশন লয়ে স্নিগ্ধ অযুত বর্ত্তিকা,
দিকে দিকে জ্বালাইল মিলনের শিখা!
মুগ্ধা লুব্ধা জ্যোতির্ম্ময়ী ওগো বসুন্ধরা,
কার প্রতীক্ষায় ছিলে সাজি স্বয়ম্বরা?
কোন্ মিলনের মধু মাদকতা খানি,
দিগন্ত-মন্থন স্বরে কি কহিল বাণী?
কোন্ শুভ উদ্বাহের মন্ত্রের ভাষণে,
কারে দিলে বর-মাল্য স্বামী-সম্ভাষণে?

ধন্য মাতা জননী আমার! বল্ মোরে
বল্ মাগো, শুনি আমি নিস্পন্দ-বিভোরে
সে সুন্দর পুরাতন গাথা! বলো মাতা,
কেমন আমার সেই দিব্য জন্মদাতা!
কোথায় বসতি তাঁর—কোন্ দূরদেশে?
কোন্ গগনের কোন্ গোপন প্রদেশে?
শুভ্র আলোকের রথে কিরণ বিথারি
জ্যোতির্ম্ময় ছায়া পথে, মুক্ত ব্যোমচারী

আসে কি মা, তব সম্ভাষণে ? তাই কি মা,
তোর বক্ষ এত সুশীতল ?—নাই সীমা
অপার স্নেহের ? বল্ মোরে বল্ ধীরে,
পিতা মোর জন্মদিনে হেরি শিশুটিরে
সঙ্গীহীন একক অক্ষম, চেয়েছিল
করুণায় ক্ষুদ্র মুখপানে ? রেখেছিল
স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশীষ-হস্তটি ক্ষণতরে
মস্তকে আমার ? আমি চেয়ে সকাতরে
দীপ্তিময় শ্রীমুখের পানে,—আমি গো মা,
একান্ত একেলা,—নীরবে মাগিয়া ক্ষমা
চরণ-রাজীবে, কি ধ্যানে ছিলাম লীন ?
আপন সন্তানে হেরি অতিশয় দীন,
সে কেমনে রয়েছে বসিয়া, বহুদূরে,—
একান্ত দুর্গম দুর্গে,—স্বপনের পুরে ?
আর কত দিন,—কত যুগ-যুগান্তর—
মিথ্যা আবরণ রচি আমার অন্তর
ঘুমাইবে মোহ-ঘুমে ? অটুট নিগড়ে
আর কতদিন হেন বন্দী রব ঘরে ?
বলো মাতা বসুন্ধরা জননী আমার,
পিতৃ-দরশন পাব কত দিনে আর !

বারাণসী। ১০ শ্রাবন, ১৩২২

ঋগ্বেদীয় ব্রহ্ম স্তোত্র (১)

(ঋগ্বেদ। ১০ মণ্ডল ৮১ সূক্ত)

নমস্তে পরম-পিতা মহর্ষি মহান্,
বিশ্ব-যজ্ঞশালে হেরি তব অধিষ্ঠান ;
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তব হোম-শিখা,
অনন্ত কালের ভালে পরাইছে টিকা ;
প্রথম আগত যত ঋত্বিক-স্বজনে,
তুমি তোষিয়াছ দেব, ধন-ধান্য সনে ;
সে অনাদি পন্থা সুখে করি আলম্বন,
যুগান্ত ধরিয়া জাগে তোমার পূজন।১

কোথা তব বাসগৃহ—আশ্রম—কুটীর,
যেথা বসি বিশ্ব-সৃষ্টি করিলে হে ধীর !
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড রচনা করিয়া,
অম্বরের চন্দ্রাতপ দিলে টাঙাইয়া ! ২

অনন্ত তোমার আঁখি, অনন্ত বদন,
অনন্ত তোমার হস্ত, অনন্ত চরণ ;
অপরূপ ভঙ্গিমায় পক্ষ সঞ্চালিয়া,
দ্যুলোক ভূলোক কত দিয়েছ রচিয়া। ৩

কোথা সে কানন চারু—অটবী মহান্,
যে উপকরণে সৃষ্টি করিলে নির্ম্মাণ?
জ্ঞানী তো জানেনা, কোথা দাঁড়াইয়া তুমি-
ধারণ করিছ এই সুবিশাল ভূমি। ৪

আজি এই যজ্ঞশালে হয়ে অধিষ্ঠান,
কোথায় তোমার ধাম বল হে মহান্!
ঋত্বিকের সাজে তুমি করিতেছ যাগ,
যজ্ঞেশ্বর রূপে পুন লহ যজ্ঞভাগ। ৫

কি দ্যুলোক কি ভূলোক—রয়েছ আবরি,
নির্ব্বোধ আমরা তাই চিনিতে সিহরি!
ইন্দ্র কবে নন্দনের জানাবে সন্ধান,
তোমারে চিনিব কবে হে মোর মহান্! ৬

তুমি বাচস্পতি, তুমি মনের মননী,
সকল কল্যাণ মাঝে তোমার জনন।
চিত্ত চমকিত তব বিত্ত ও বৈভবে,
দীনের এ যজ্ঞাহুতি আজি নিতে হবে। ৭

৩০ ফাল্গুন, ১৩২১

ঋগ্বেদীয় ব্রহ্ম স্তোত্র (২)

(ঋগ্বেদ। ১০ মণ্ডল, ৮২ সূক্ত)

নিবাত হিল্লোলহীন কারণ-নিবহে,
অক্ষয় অব্যয় দ্যুতি ঘনিভূত বহে ;
সে দিব্য জ্যোতির মাঝে, কবে কোন্ দিন—
ফুটিয়া উঠিল বিশ্ব শাশ্বত নবীন !

হে বিশাল বিশ্বকর্ম্মা পুরুষ-পুরাণ !
কি বিশাল দ্যাবা-পৃথ্বি করিলে নির্ম্মাণ !
ব্রহ্মাণ্ডের আদি-পিতা ওহে জন্মদাতা !
সর্ব্ব দেবতার সাজে তুমিই বিধাতা।

কে তুমি—কোথায় তুমি—কোন্ দিকে ধাম !
কর্ম্ম শেষে কোন্ দেশে লভিবে বিশ্রাম ?
কারণ-পয়োধি গর্ভে কোথা স্থির ভূমি ?
হে বিরাট বিশ্ব-প্রাণ ! যেথা আছ তুমি।

দিক্‌হারা পান্থ প্রায় কুহেলি ধাঁধায়,
ভ্রান্ত মোরা ভ্রমিতেছি বিভ্রম-আঁধায় !
কল্পনায় তব লাগি যজ্ঞ-আয়োজন,
কত স্তুতি—কত ঘটা-পঠন-পূজন।

তুমি কোন্ দূরে রহি হাসিতেছ লুকি ;
মানবের ব্যর্থ চেষ্টা হেরি হে কৌতুকী !

১৬ চৈত্র, ১৩২১

ব্রহ্মমন্দির

যেই দিন রাজা শ্রীরামমোহন বঙ্গের হেরি বিষাদ-ক্লান্তি,
রুদ্ধ কণ্ঠ মুক্ত করিয়া, নাশিয়া অসীম বিপুল ভ্রান্তি,
চির পুরাতন উপনিষদের চির পুরাতন পরম ব্রহ্ম,
ঘোষণা করিলা নবীন বঙ্গে ব্রহ্ম-বাদের বিমল ধর্ম্ম ;
সেই দিন তব ভারত-বক্ষে পত্তন হলো সুদৃঢ় ভিত্তি
সপ্ত সিন্ধু মন্থন করি ছুটিল জগতে তোমার কীর্ত্তি।
জয় জয় জয় প্রেম-মন্দির, প্রণব-পুটিত মহা পবিত্র,
বাঙালীর তুমি বিজয়-মঞ্চ, ভারতের তুমি গরব-চিত্র।

এক পুরাতন মঙ্গল ধাতা চাহিল মেলিয়া করুণ নেত্র,
তেত্রিশ-কোটী আবরণ ভেদি' সে আলো ছাইল ভারতক্ষেত্র।
দেবতা পূজিতে দেবেন্দ্রনাথ সত্য-সারথি মহা-মহর্ষি,
ব্রহ্ম-সূত্র-গ্রন্থনকারী সে মহাপুরুষ ত্রিকালদর্শী।
আবার ধ্বনিল ভারত ব্যাপিয়া উদারা মুদারা তারার সপ্ত,
বেদান্ত-বাণী বহি' দিগন্তে তোমার মহিমা হইল ব্যপ্ত।
জয় জয় জয় প্রেম-মন্দির, প্রণব-পুটিত মহা পবিত্র,
বাঙালীর তুমি বিজয়-মঞ্চ, ভারতের তুমি গরব-চিত্র।

গেয়ান-কর্ম্ম-মিলন-ক্ষেত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র,
উল্লাসে তুলি তোমার পতাকা প্রচারিলা বাণী জলদ-মন্দ্র।
তোমার স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় জুড়াইল চিত—লভিল শিক্ষা,
ওঁকার-পূত-ঝঙ্কার মাঝে নব ভারতের হইল দীক্ষা।

পাপ ব্যভিচার দুর্নীতি যত পলাইয়া গেল মোহন মন্ত্রে,
গাহিল ভারত অভিনব গাথা তরুণ লহরে নবীন যন্ত্রে।
জয় জয় জয় প্রেম-মন্দির, প্রণব-পুটিত মহা পবিত্র,
বাঙালীর তুমি বিজয়-মঞ্চ, ভারতের তুমি গরব-চিত্র।

ভাই অঘোরের বিভোর পরাণে হোম-শিখা যবে হইল দীপ্ত,
সে আলোক লোভে কত পতঙ্গ আসিল ছুটিয়া হইয়া ক্ষিপ্ত।
তব আশ্রয়ে শঙ্কিত কত কম্পিত চিত লভিল শান্তি,
তব নির্ঝর করুণার ধারা ধৌত করিল সকল ক্লান্তি।
জননীর মত সন্তানে যত লইলে টানিয়া অভয় বক্ষে,
মৃত প্রাণে দিলে অমৃত সিঞ্চি তোমার অচল অটল সৌখ্যে।
জয় জয় জয় প্রেম মন্দির, প্রণব-পুটিত মহা পবিত্র,
বাঙালীর তুমি বিজয়-মঞ্চ, ভারতের তুমি গরব-চিত্র।

দীপ্ত পাবক হৃদয়ে জ্বালিয়া প্রেমের পাগল বিজয়কৃষ্ণ,
দিক্-দিগন্তে করিলা প্রচার ভুলিয়া আহার বিগত-তৃষ্ণ;
সে মহা আহুতি বাংলার যত পাপ ইন্ধন করিল ভস্ম,
হাসিল ভারত প্রমোদ-পুলকে হেরিয়া তোমার বিমল হাস্য;
তব অন্দরে উঠিল বাজিয়া নব কীর্ত্তন মধু মৃদঙ্গ,
নমিল চরণে পিপাসিত চিত,—ধন্য হইল কাঙাল বঙ্গ!
জয় হে জয় হে প্রেম-মন্দির, প্রণব-পুটিত মহা পবিত্র,
বাঙালীর তুমি বিজয়-মঞ্চ, ভারতের তুমি গরব-চিত্র।

বরিশাল, ১০ মাঘ, ১৩১৭

বিদায় মিলন

(ঋগ্বেদ। ১০ মণ্ডল ৯৫ স্থক্ত অবলম্বনে)

পুরুরবা

ক্ষিপ্তা ক্ষণপ্রভা প্রায় মুহূর্ত্তের লাগি
দীপ্তোজ্জ্বল বিজলী বিকাশি, অনুরাগী
অনুগত জনে ছলনায় ভুলাইয়া,
কোথা যাও হে নিঠুরা ?—চিরতরে হিয়া
দলিয়া কোমল রাঙা চরণের তব
কঠিন নির্দ্দয়াঘাতে ? আজি প্রিয়ে, কব
মনের ঘুমন্ত সাধ ছিল যাহা মনে
এতদিন হৃদয়-নিভৃতে সঙ্গোপনে ;
সুপ্তা সিংহী যথা নীরবে বিবরে বসে,—
যতক্ষণ শাবক তাহার, খেলা-রসে
নাচিয়া বেড়ায় কাছে কাছে। আজি প্রিয়া,
বজ্রনাদে সিংহী মম উঠেছে জাগিয়া
হেরিয়া দুর্দ্দিন-ঘন ; আজি অকারণে
লালসা-শাবক তার সঙ্গিহীন বনে
বেষ্টিত বিপদ-জালে। ক্ষণেক দাঁড়াও
ওগো, ক্ষণতরে দয়া করে' শুনে যাও
দুরন্ত প্রাণের মম উন্মদ প্রলাপে।
আজ শেষ দিন প্রিয়ে! কোন্ অভিশাপে
না জানি হইব হারা ও সুধা পরশ।

এস শুভে, এস কাছে ! এ উরস
সযতনে বড় সাধে রেখেছি পাতিয়া,
তোমার ক্ষণিক উপবেশন লাগিয়া।

উর্ব্বশী

বিফল বিলাপে বলো কি ফল রাজন্ ?
তরুণ অরুণোজ্জ্বল উষার মতন,
আমি হেসেছিনু তব অন্তর-গগনে,—
বাসনা-শিশির সিক্ত হিয়া-ফুলবনে,—
ক্ষণতরে ছড়াইতে নবীন কিরণ ;
আবার চলিয়া যাব, এ চারু বরণ
ঢাকিয়া ধূমল ওই মেঘের আড়ালে,—
ক্ষণস্থায়ী উষারি মতন। বসিয়া বিরলে,
শত জন্ম অশ্রুজলে ধৌত কর যদি
ধরার কঠিন বক্ষ ; কিম্বা চক্ষু মুদি
একান্ত ধেয়ানে যদি রহ উপবাসি,
তবু মোরে নারিবে রাখিতে। হে বিলাসী,
যাও ফিরে আপনার গৃহে। সমীরণ
যায় বহি উল্লসিত মনে, অকারণ
বিলাইয়া শীতল-প্রবাহ, ধরণীর
তাপিত প্রাণীরে ; কে আছে এমন বীর,
কে পারে ফিরাতে বলো, একান্তে সাধিয়া
সদাগতি প্রভঞ্জনে ? বিফলে কাঁদিয়া

পাইবে না কোনো ফল আর। যাও ওহে,
যাও ঘরে।

পুরুরবা

তোমার বিলাস-লাস-মোহে
ভুলিয়াছিলাম প্রিয়ে, কর্ত্তব্য আপন।
রাজার বিশাল বোঝা করিনি বহন।
নিশ্চিন্ত তূণীর মাঝে তীক্ষ্ণ বাণ যত,
ছিল সুখে নিদ্রা-মগ্ন। চটুল মন্মথ,
কুসুম-সায়ক হানি করেছিল চুরি
সামান্য বাণের যত গর্ব্ব ও চাতুরী।
খরধার অসি, হারায়ে ফেলিয়াছিল
খরধার তার, ওই তব স্বচ্ছ নীল
নয়ন যুগলে। হের প্রিয়ে, বীর শূন্য
রাজ্য মোর আজি। যত দুঃখ-দৈন্য,
ধীরে বিস্তারিয়া তার করাল বদন,
গ্রাসিয়াছে সর্ব্বগ্রাসী সিন্ধুর মতন,
জয়-শ্রী-বিহীনা এই দীনা রাজধানী।
একি শুধু তব তরে নহে? ওগো রাণী,
নিরাভরণার সাজে রাজ্য-লক্ষ্মী মম,
বিফলে ফিরিয়া গেছে ভিখারিণী সম,—
রুদ্ধ কক্ষে করিয়া আঘাত। মনে পড়ে,
কুজিত নিকুঞ্জ মাঝে—ক্ষণেকের তরে—

বিপন্ন প্রজার ঘন আসন্ন ক্রন্দন,
শিথিল করিয়া দিত ও-ভুজ-বন্ধন।
কিন্তু মিথ্যা দারিদ্রের মিথ্যা দুঃখ-রাশি
বেশীক্ষণ পারে নাই উচ্চ কল-হাসি
ঢাকিবারে মিথ্যা-আবরণে। কত গান!
কত হাসি-রভস-কৌতুক! মম প্রাণ,
কি মধু মাধুরী মাঝে ছিল গো তন্ময়!
এ মোদের মুকুলিত যমক হৃদয়,
তরল লিপ্সার দলে উঠিত ফুটিয়া
সুনিবিড় আলিঙ্গনে! শ্রান্ত-ক্লান্ত হিয়া,
আবেশ-বিহ্বলে মরি ঘুমাইত সুখে—
ভুজে ভুজে বুকে বুকে আর মুখে মুখে!
সে কি শুধু বসন্তের প্রায়, আশা দিয়ে
দুই দিনে ফুরাইবে বলে'? হায় প্রিয়ে,
ক্ষুদ্র সে দুদিন তাঁর লয়ে মসি-শিখা,
অনন্ত কালের ভালে কি জ্বলন্ত টিকা
নীরবে আঁকিয়া দিল! সে ক্ষুদ্র দুদিন,
সুদীর্ঘ জীবনে থাকি জাগ্রত নবীন,
প্রতিদিন দহিবে আমারে!

উর্ব্বশী

ত্যজ শোক!
আজ এ শেষের দিন শুভ দিন হোক্!

ওগো রাজা, ওগো প্রিয়, ওগো সুখময়,
আমি কি ভুলিয়া গেছি তোমার প্রণয় ?
মনে পড়ে, মুকুলিত বিনোদ সোহাগে—
বসন্ত-সান্ত্বনা-মাখা নব অনুরাগে,—
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ বিদগ্ধ এ দুইটি পরাণ,
তরুণ স্বপন-রাজ্য করিয়া নির্ম্মাণ,
ঘুমাইত কি যেন কি সুখে। পড়ে মনে,
তোমার চটুল মধু মনমথ-রণে,
একে একে, পদে পদে, অবশ হৃদয়,
ছেড়ে দিল জীবনের রাজ্য সমুদয়।
জড়িত কুঞ্চিত মম শঙ্কিত পরাণ,
কবে কোন্ ফুল-ঘায়ে হারাইল জ্ঞান!
পাওনি কি প্রতিদান তব প্রণয়ের ?
আমি কি বাসিনি ভাল ? এ হিয়া-গেহের
মুক্ত করি সব রুদ্ধ দ্বার-বাতায়ন,
আমি কি একান্ত মনে করিনি বরণ ?
বুকে বুকে মুখে মুখে অধরে অধরে !—
এ নব যৌবন খানি দিয়েছিনু ধরে'
তব উপভোগ লাগি! এই ক্ষীণা লতা,
একান্ত তোমারি ছিল চির অনুগতা।

পুরুরবা

তোমার প্রণয়ে মজি ওগো বরাননা,

ওগো মোর অন্তরের একান্ত-আপনা,
তোমার প্রণয়ে মজি, তোমারে পাইয়া,
অন্য নারী হেরি নাই নয়ন তুলিয়া।
তোমার সপত্নীগণ নীরবে কাঁদিয়া,
নীরবে ফিরিয়া গেছে সাধিয়া সাধিয়া
ব্যর্থ চেষ্টা লয়ে; সুখ ফুরাইয়া গেলে,
একটি মলিন হাসি অধরে উদ্বেলে
যেমন নীরবে ফুটি হতাশে তাকায়,
আবার নীরবে কাঁদি তিমিরে লুকায়।
ঝরা কুসুমের পাশে সৌরভ তাহার,
যেমন গুমরি দুখে করে হাহাকার।
তাই আজ তাহাদেরি দীর্ঘশ্বাস রাশি,
উড়াইয়া নিয়ে গেল যত সুখ-হাসি।
হায় প্রিয়ে, বৃথা এই জীবন-বন্ধন!
অশেষ বেদনা ভরা সুদীর্ঘ ক্রন্দন।

উর্ব্বশী

নহে দেব, নহে তব বিফল জীবন।
হেরিয়া তোমার জন্ম, সুর-নরগণ,
সমস্বরে উঠেছিল জয়ধ্বনি করি;
দুর্দ্দম অসুরকুল ভয়ে থরহরি
কম্পমান হয়েছিল আপন আলয়ে;
দেবকন্যাগণ, শুভ মাঙ্গলিক লয়ে

এসেছিল করিবারে তোমারে বরণ—
স্মিতহাস্যা পুলক-চঞ্চলা ; পিকগণ,
উঠেছিল সুখে গুঞ্জরিয়া ; বেগবতী
নটিনী তটিনী, ভুলিয়া আপন গতি,
নিমেষের তরে হয়ে স্থিরা অচঞ্চলা,
কি গান গাহিয়াছিল মদির-বিহ্বলা !
সমস্ত প্রকৃতি, লয়ে আপন সম্ভার,
পুলকে নাচিয়াছিল, হেরিয়া তোমার
শুভ জন্ম—সুধীর বিকাশ ! তব তরে,
দস্যু-ভীত ম্লান ক্ষুব্ধ বিশ্ব-চরাচরে,
পড়েছিল আনন্দের সাড়া ! আজ তুমি
ভুলেছ কি সে সকল কথা ? বিশ্ব ভূমি
ঐ হের কি উৎসুক রয়েছে চাহিয়া,
কবে তুমি শুভক্ষণে উঠিবে জাগিয়া।
জাগো জাগো পুরুরবা ! চেয়ে দেখ আজ,
বিষণ্ণ মলিন সর্ব্ব দেবতা সমাজ !
আজিকার এই নব বিমল প্রভাতে,
ছিন্ন কর সব মোহ দৃপ্ত পদাঘাতে !

পুরুরবা

আজি মনে পড়ে, সেই প্রথম যৌবনে—
বসন্ত-মলয়-বহা কুসুম-কাননে—
নব বিকশিত শুভ্র ফুল-বীথি সম,

ফুটিয়া উঠিল যবে হিয়া-ফুল মম!
কি যেন স্বপন-মাখা গোপন সন্ধানে
পরাণ খুঁজিত কারে তৃষিত নয়ানে!
কোন্ মধু স্মৃতি-কণা স্মরণে পশিয়া
আঁকড়ি ধরিতে কারে চাহিত নাচিয়া!
তার পর একদিন, কোন্ শুভক্ষণে,
কোন্ মহা মাহেন্দ্র-মুহূর্ত্তে, তব সনে
হোলো দেখা! দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে
গিয়েছিনু স্বর্গলোকে। নৃত্য-গীত-গানে
হেরিলাম সুর-সভা কলিত মুখর—
শুভ্র হাসিটির মত নির্ম্মল ভাস্বর।
হেরিলাম শত শত কৌমুদী-নিন্দিতা
ফুল্ল দিব্য দেবাঙ্গনা—সুরেন্দ্র-বন্দিতা।
তার মাঝে প্রস্ফুটিত যেন শতদল,
তোমার লাবণ্য-মাখা শোভা ঢল ঢল
হাসিয়া উঠিল মম হিয়া-সরোবরে।
শূন্য-মনে দেহ লয়ে ফিরিলাম ঘরে।
চির স্বচ্ছ সুনির্ম্মল প্রফুল্ল পরাণ,
অন্তরে জ্বালিয়া দিল দীপক শ্মশান।
সারা নিশি কাটিল হুতাশে—নিদ্রাহীন।
প্রভাত-বিহগ-গানে, প্রফুল্ল নবীন
অরুণ-কিরণ-উষা আসিল হাসিয়া—

পূর্ব্বাচলে স্বর্ণমেঘে ভাসিয়া ভাসিয়া—
দগ্ধ মম মসী-লিপ্ত অভিশপ্ত শিরে
ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ সম। ধীরে ধীরে
কণ্টক-শয়ন ত্যজি চলিনু কাননে,
জুড়াইতে সুশীতল সমীর সেবনে—
প্রস্ফুটিত প্রভাত-সুষমা। কি হেরিনু
নন্দন কাননে? প্রতি অণু-পরমাণু
উঠিল নাচিয়া, হেরিয়া ও-দিব্য জ্যোতি
উদ্যানের অরুণ দোলায়! মূর্ত্তিমতী
ঊষা মরি হাসিল কাননে, এ আমার
অন্ধকার চিতে পরাইতে জ্যোতিহার
কিরণ-ভূষণ। তোমারে ঘেরিয়া সুখে,
হেরিনু অপ্সরা-কুল স্মিত হাস্য-মুখে—
কেহ বসি, কেহ বা শয়নে;—শত শত
অগণিত জ্যোতিস্ময়ী তারকার মত।
মাঝে শোভে তব দীপ্ত চারু চন্দ্রানন
কৌমুদী-বিভায়! হেরি মম আগমন,
অসময়ে ভাঙিল চাঁদের হাট! সবে,
চঞ্চল চরণে কোথা লুকালো নীরবে—
ব্যাধ-শরে ভীতা ত্রস্তা কুরঙ্গিনী সম;
অথবা যেন রে,—সবিতার দিব্য হেম
জ্যোতির্ম্ময় রথে, যোজিত অযুত-সংখ্য

তুরঙ্গম রাজি, হিল্লোলি গগন-অঙ্ক
তড়িতে লুকালো। শুধু ছিলে একা তুমি-
উজ্বলিয়া নন্দনের ম্লান বন-ভূমি।
এতদিনে ফিরে পেনু হারানো পরাণ!
এতদিনে যৌবনের বাড়িল সম্মান!
যা কিছু আছিল ঢাকা হৃদয়-নিভৃতে,
এতদিনে সে সকল পাইনু দেখিতে!
তব ফুল্ল নিমীলিত নয়নে চাহিয়া,
প্রস্ফুটিত হলো মম এ তরুণ হিয়া!
অযাচিত ঢেলে দিনু তনু-মন-প্রাণ,
আগ্রহে যাচিনু তার শুভ প্রতিদান!

উর্ব্বশী

শুনি নাই বচন তোমার। হেরি তব
অনিন্দিত অনুপম কান্তি অভিনব,
হইনু আপন-হারা। পুলকে নিশ্বসি
ভুলিলাম অমরার রূপসী উর্ব্বশী
আমি; বারনারী—ভালবাসা পরিহাস
মোর। তব প্রেম-মাখা মৃদু মধু ভাষ,
তড়িৎ সঞ্চারি মম হিয়ার পরাণে,
কাঁদিয়া উঠিল কোন্ অকথিত গানে!
মাতালের মত নীরবে পড়িনু ঢলি
বক্ষের উপরে! শুধু প্রিয়তম বলি'

একবার ডাকিলাম আবেশ-উতালে।

পুরুরবা

লইলাম বক্ষে টেনে বাহুর আড়ালে!
যক্ষের রক্ষিত কোন্ গুপ্ত রত্ন-ধন,
এ দীন-দরিদ্রে মরি, কে গো বিতরণ
করে গেল! কোন্ ভাগ্য বলে, সকরুণ
মিনতি আমার, নিমীলিত লাজারুণ
মেখে দিল প্রস্ফুটিত সরোজ-আননে।
মিথ্যা স্বর্গ ত্যজি এনু মর্ত্ত্যের ভবনে—
ফুটন্ত নন্দন যেথা হাসিল গোপনে,
নন্দিত নিকুঞ্জে মম একান্ত শয়নে।
সঙ্গে তুমি—ওগো নিঃসঙ্গিনী! বক্ষে তুমি—
সব সাধনার চির পরিণতি-ভূমি!
অঙ্কে তুমি—সোহাগ-জড়িতা লতা স্নিগ্ধ-
শোভাময়ী! ওগো বরাননা, লুব্ধ দিগ্ধ
অনুগত আমি, একান্ত নির্ভর ভরে
ছিনু নিদ্রামগ্ন, তোমারে লইয়া ক্রোড়ে!
চুম্বন-চূর্ণিত তব কুন্তল-আড়ালে,
সমস্ত ভাবনা মম লুকালো বিরলে!
অঙ্গের পরশ-মাখা রস-আলিঙ্গনে,
মরণ কাঁদিয়া দুখে মরিল চরণে।
আঁখি, হেরি নবনীত ফুল্ল তনুখান,

কি দিব্য স্বপন-রাজ্য করিল নির্ম্মাণ!
সব ভেঙে গেল আজি একটি নিশ্বাসে!
অকালে সকল সাধ মরিল তরাসে!
ধিক্ রে জীবন! ধিক্ কৌতুক-বিলাস!
এক ক্ষুদ্র অনুপল নাহি রে বিশ্বাস!

উর্ব্বশী

হে নাগর, ভুলে যাও পুরাতন কথা।
তোমার করুণ-স্বরে পাই বড় ব্যথা—
দয়াহীনা প্রেমহীনা আমি। পুরাতন
পরিত্যক্ত প্রেম-আলাপনে হে রাজন্,
নাই কোনো ফল। ঝরা-কুসুমের হেরি
ছিন্ন শুষ্ক তাপদগ্ধ লুণ্ঠিত মাধুরী,
কি ফল সে আলোচনে, কবে ছিল তার
বিকশিত ফুল্ল হাসি লাবণ্য-সম্ভার?
প্রণয়ের এই তো ধরণ! চায়,—পায়
একান্তে সাধিয়া; পুন হারাইয়া যায়
হায় রে নিমেষে। নিদাঘ-আতপ-তাপ,
ধৌত করে আপনার জ্বলন্ত সন্তাপ
বরষার সরস ধারায়; শরতের
নবীন কিরণ-ছুপ্ত পিঙ্গল মেঘের
অনন্ত বাসনা-মাখা মৃদু-মন্দ্র রব,
নীরবে বিতরে তারে শীতল শৈশব:

আবার তুষার শ্বেত হেমন্ত-শিশির
নিমেষে করিয়া দেয় ধরণীর শির
জরা-গ্রস্ত শুভ্র-কেশ বৃদ্ধের মতন ;
পুনরায় বসন্তের মলয় পবন
যৌবন ফিরিয়া আনে ফুল্ল মরকত,—
রাজকুল-ধুরন্ধর যযাতির মত।
যেরূপ দিবস-নিশি আসে আর যায়,
সেইরূপ সুখ-দুখ নাচিয়া বেড়ায়।
তোল মুখ ওগো প্রিয়, ওগো প্রাণেশ্বর,
তোল মুখ, মুছে ফেল নয়ন-নিঝর।
মনে রেখো নাথ, তোমারি আধান মম
শরীরে সঞ্চারি, রহিয়াছে মুক্তা সম
এ শুক্তি-আগারে। ভুলিব কেমনে তব
অফুরন্ত প্রীতি! তোমার কুমার নব
জন্মিবে যখন, সে সুধা বদন-চাঁদ
কাঁদাইবে মোরে, পাতিয়া মোহের ফাঁদ
অন্তরে আমার। সে বদনে তব ছায়া,
রচিবে আমারি লাগি কি মোহন মায়া—
বজ্র-বন্ধনের ডোর! ছিঁড়িব বন্ধন ;—
তোমারে ভেটিবে আসি তোমার নন্দন,—
আমি পড়ে রব একা! ভুলে যাও দুখ ;
প্রসন্ন হইবে তুমি হেরি পুত্র-মুখ।

পুরুরবা

বৃথা মোরে ছলিয়োনা আর। বৃথা লোভ
দেখায়োনা—কল্পনা-স্বপন। নাহি ক্ষোভ
সন্তানের লাগি। কে এমন আছে মূর্খ
জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, ভুলিবে এ শূন্য তর্ক
ব্যর্থ বাক্য-জালে লো ত্রিলোক-বিমোহিনী?
জানি আমি তোমারে চতুরা! জানি জানি
কেমন সে সন্তান তোমার,—ভবিষ্যৎ
বংশধর দুলাল আমার! মনোরথ
পূর্ণ হবে এতদিনে, এই ক্ষুদ্র বীর
বালক হইতে। হারাইয়া স্বাদু ক্ষীর—
মাতৃ-বক্ষ-দীর্ণ দ্রবধারা—উচ্চৈস্বরে
সন্তান আমার কাঁদিবে বেদনা ভরে,
স্নেহহীনা নিষ্ঠুরা সে জননীর লাগি,—
করুণ-কাতর স্বরে স্নেহ কোল মাগি।
মাতৃহারা—বক্ষহারা—স্তন্য-দুগ্ধহারা,—
কে পারে ত্যজিতে শিশু শুধু তুমি ছাড়া?

উর্ব্বশী

হে রাজন্, নিষ্ঠুর বচনে বৃথা আর
দিয়োনা বেদনা ওগো, হৃদয়ে আমার!
সোহাগিনী শৈবলিনী বহি যায় যবে—
তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচি কুলু-কুলু রবে—

গান গেয়ে আপন গৌরবে, ঢেলে দিতে
ললিত যৌবন কান্তি প্রফুল্লিত চিতে
অনন্ত প্রসান্ত ওই সিন্ধুর চরণে ;
নিমেষের তরে তার পড়ে কি গো মনে,
কোন্ হতভাগ্য বসি স্তব্ধ বেলাভূমে,
শীতল সুস্নিগ্ধ মন্দ মলয়ার চুমে,
কবে হারায়েছে তার উশৃঙ্খল প্রাণ,—
শুনিয়া সে উন্মাদিনী তটিনীর গান ?
কূলে হেরি শ্রান্ত জন, যদি দয়া বশে—
হেলায় খেলায় নাচি তরঙ্গ উলসে,—
করে বিন্দু বারি দান তৃষিত অধরে
অকারণে, শুধু ক্ষণিক কৌতুক ভরে
ছুঁয়ে যায় যদি তার রোমাঞ্চিত দেহে
বেপথু সঞ্চারি ; তরঙ্গিনী দোষী নহে
তায়। কে না জানে প্রিয়তম, অপ্সরার
নবনীত কম তনু মাঝে, শতধার
বজ্র সম পাষাণ হৃদয় ;—স্নেহহীন—
মায়াহীন—প্রেমহীন—নিরস—কঠিন।

পুরুরবা

তবে দগ্ধ কর মোরে—ওগো দগ্ধ কর—
বজ্রানলে পোড়াইয়া সর্ব্ব তাপ হর—
নিরদয়া কঠিনা রমণী ! এই মম

অনাদৃত ব্যর্থ প্রাণ, শুষ্ক তৃণ সম
তারে দাও জ্বালাইয়া—অবহেলা ভরে ;
বিন্দু ভস্ম যেন তার না-রয় এ ঘরে।
সমস্ত হৃদয় হয়ে একটি নিশ্বাস,
নীরবে মরণ মাঝে লভুক আশ্বাস।

উর্ব্বশী

হের ওই সবিতার হেম-রশ্মি রথ,
পূর্ব্বাচলে আলোকিয়া অন্ধকার পথ,
বিকশিছে ধীরে কনক-কিরণ-রেখা।
নীরব প্রকৃতি-রাণী ধূয়ে মসী লেখা
স্বর্ণ ঝারি প্রবাহিত জ্যোতির্ম্ময় স্রোতে,—
নিশির শিশির-সিক্ত তুস্থ বক্ষ হতে,—
জাগিয়াছে মুখর চঞ্চলা। নীড়ে নীড়ে,
বিহগ কাকুলি-ধ্বনি ললিত সুধীরে
কহে ডাকি,—আমানিশা হলো অবসান।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-জোড়া সমস্বর তান,
গাহে আজি আমারই বিদায়ের গান।
এস—এস—কর আলিঙ্গন! দুটি প্রাণ
এক হোক্, স্বপ্ন সম ক্ষণিক মিলনে।
তোমার অমল শুভ্র জ্যোতির কিরণে,
ক্ষণতরে অন্ধকার কর গো বিনাশ,
হীনা এই নন্দনের মর্ত্ত্য-পরিহাস

বার-যোষিদের প্রাণ হতে।

পুরুরবা

বরাননে,

একান্ত তোমারি আমি জীবনে মরণে।
এস তপ্ত বক্ষে ফুল্ল কুসুমের সম!
তোমার বাসনাময় রূপ অনুপম,
সযত্নে মুছিয়া দিক্ সকল বাসনা
অসার এ প্রাণ হতে। আর তো দিবনা
ছেড়ে!—শুন শুন ত্রিদিবের অধিপতি!
শুন দিক্-পাল! সবার চরণে নতি
এ ভাগ্য-হীনের। হের দৃঢ় আলিঙ্গনে
এই তো বেঁধেছি আমি হৃদয়ের ধনে,
হৃদয়ের কনক-পিঞ্জরে। এই মহা
পুণ্য-বলে মোর, প্রতপ্ত শোণিত-বহা
দীর্ণ প্রাণ, হোক্ চির নন্দিত শীতল।
এ রত্ন-সুকৃতি মম কর গো সফল।
অনন্ত—যুগান্ত কাল মোর প্রাণ-প্রিয়া,
আমার বক্ষের আড়ে থাক্ লুকাইয়া।
দেহ বর দীন-জনে হে দেব-সমাজ!
প্রেমের সাধনা মম সিদ্ধ কর আজ।

উর্ব্বশী

লহ—লহ দেবতার আশীর্ব্বাদ নাথ!

এস দোঁহে দেবোদ্দ্যেশে করি প্রণিপাত।
ওই শুন অন্তরীক্ষে বাণী-অশরীরী—
তুমি রবি, আমি তব কিরণ-কিঙ্করী।
তোমার উজল বর্ণে লুকাইয়া আমি,
যুগে-যুগে জেগে রব হে হৃদয়-স্বামী!
প্রতি প্রভাতের জাগরণে, তুমি হবে
সবিতা-সুন্দর ; পুলক-আলোকে রবে
ব্রহ্মাণ্ড আবরি। নিত্য আমি তব সনে
খেলিব চাতুরী-খেলা প্রভাত-পবনে,
আঁধার ও আলোকের মহা-সন্ধি স্থলে—
দাঁড়ায়ে অমল স্নিগ্ধ উদয়-অচলে।
তব সনে যুক্ত প্রাণে রব চিরদিন,
অথচ একান্ত মুক্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন—
বার-রমনীর মত। সমস্ত ধরণী,
গম্ভীর সংযত চিত্তে করি জয় ধ্বনি,
চাহিবে মোদের পানে স্তম্ভিত বিব্রত,
দম্ভ-ভরা উচ্চশির করি অবনত।
মোদের মিলন হেরি, দুষ্ক্রিয় দুর্জ্জন—
সংসারের শল্য যত,—হয়ে ক্ষুণ্ণ মন
নীরবে লুকাবে মুখ কোন্ অন্ধকারে—
প্রাণভয়ে ভীত। সাধু-সজ্জনের দ্বারে
ধ্বনিবে আনন্দ-রব—মঙ্গল-আরতি,

গভীর উদাত্ত স্বরে শান্ত সাম-গীতি।
দেবতার অভিশাপে,—এই মহা-ক্ষণে—
নিবিড় পল্লব-ঢাকা নিকুঞ্জ ভবনে,
বিদায়ের অশ্রুধারা দিবে ধৌত করি
রজনীর অসংবৃত কৌতুক লহরী।
বাহু-বন্ধ হইবে শীথিল; প্রাণে প্রাণে
জাগিবে বেদনা; বিহগ-কাকলি গানে
চমকি চাহিয়', ত্রস্ত পদে স্রস্ত বাসে
কোমল চরণ কত ছুটিবে আবাসে।

পুরুরবা

তোমার-আমার এই মিলনের ক্ষণে,
কবির কোকিল-কণ্ঠ বীণার স্বপনে
গাহিবে কী মহাকাব্য উদার অমৃত;
কোন্ মহা-কবি পদে হইবে লুণ্ঠিত
সে গানের প্রতি তান—প্রত্যেক আখর;—
অনন্ত কালের বক্ষ রহিবে মুখর।
কত কবি হেরি ছবি হইবে পাগল!
ঝরিবে জ্যোতির রেণু করুণ কোমল।
সবিতা-উষার এই মিলনের গান,
মৃত বিশ্বে সঞ্চারিবে পুলক-পরাণ।

বারাণসী। ২ শ্রাবন, ১৩২২

ঊষা

(ঋগ্বেদ। ১ মণ্ডল, ৪৮ ও ১২৩ সূক্ত)

হে দেব-দুহিতা ঊষা, কর আগমন
উজলিয়া দশদিক্। দেহ দেবি, ধন,
দেহ অন্ন; সুপ্রভাত কর বিভাবরি।
দানশীলা পুণ্যবতি, এস দয়া করি।
কুবের ভাণ্ডার তব,—কর উদ্ঘাটন
দ্বার তার; মৃদু ভাষে কর সম্ভাষণ,
জাগায়ে প্রাণের মম ঘুমন্ত চেতনা।
অনন্ত দিগন্ত-কোলে তোমার সাধনা
সার্থক হউক আজি দেবি! আশা করে'
পাইতে বিপুল ধন, ধন-লুব্ধ নরে
যেরূপ সাগর-বক্ষে সাজায়ে তরণী
করে যাত্রা; সেইরূপ হে রবি-ঘরণী,
চড়িয়া কিরণ-রথে জাগায়ে দ্যুলোক
এস, ছড়াইয়া দেবি, অমৃত আলোক।
এস দেবি, এস রাণি, কর আগমন;
গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী নেত্রী গৃহিণী মতন
পালন কর গো সবে। তব আগমনে,
স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী পুলকিত মনে
নমিছে চরণ প্রান্তে; শ্রান্ত পান্থ্যচয়,
নিশীথ-বিরাম শেষে ছাড়িয়া আশ্রয়

চলিল গন্তব্য-পথে ; নীড় ছাড়ি পাখী,
উড়িল গগন বাহি তব জ্যোতি মাখি,
অন্বেষণ করিবারে দিনের আহার।
হে নীহার-রাণি, খোল তোমার দুয়ার,
স্নিগ্ধ জ্যোতি মেখে দাও সুপ্ত ধরাটিরে।
পদ্ম-হস্ত বুলাইয়া শুভ্র ধরা-শিরে
হাস দেবি ; হেরি হাসি, মৃত্যু-ভীত জন,
আয়ু শেষ হলো বলি করুক ক্রন্দন।
লাজ-রক্ত-রাগে রঞ্জি বিপুল কৌতুকে,
অবগুণ্ঠনের কুণ্ঠা মুক্ত হয়ে সুখে
এলো শুভ্র উষা-রাণী। কালিমা-আঁধার,
ত্রস্ত হয়ে কালি-মুখ লুকালো তাহার।
পশ্চাতে সবিতা-দেব জ্যোতির্ম্ময় রথে
দিল দেখা। হেন স্ত্রৈন কে আছে জগতে?
হেরিয়া স্বামীর চেষ্টা, কৌতুকে যুবতী
মৃদু হাসি রাঙা পদে করিল প্রণতি।
সোহাগে খুলিয়া গেল বক্ষের বসন,
দীপ্ত অনুরাগে বদ্ধ প্রেম আলিঙ্গন।
পতি-উষ্ণবক্ষে সতী মুখ লুকাইয়া,
ধীরে ধীরে জ্যোতি মাঝে গেল মিলাইয়া।
জগৎ বিস্ময়ে মরি, নমিল চরণে ;
পড়িল প্রাণের সাড়া এ মহা-মিলনে।

২২ ভাদ্র, ১৩২১

অগ্নি

(ঋগ্বেদ। ১ মণ্ডল, ৬৫ সূক্ত, ৩।৪ ঋক্

হে হিরণ্য-রেতা বহ্নি, হে হব্য-বাহন,
স্নিগ্ধ মধু তীব্র জ্যোতি কর বিকীরণ।
যেমন নিরাশ-প্রাণে, লুব্ধা আশা-রাণী
সিঞ্চে শান্তি,—সেই মত তব মধু-বাণী।
পৃথিবীর মত তুমি প্রশস্ত ধূমল,
পর্ব্বতের মত তুমি স্থির অবিচল ;
জলের মতন তুমি জীবের জীবন,
অনন্ত অম্বুধি মত তোমার গর্জ্জন ;
যুদ্ধ-গামী অশ্ব প্রায় গতি অতি দ্রুত,
মথিয়া বিশ্বের শক্তি হও সমুত্থিত ;
স্নেহশীলা ভগিনীর স্নেহের মতন,
তোমার বর্দ্ধিত স্নেহে সিন্ধু নিমগন।
সকল জঞ্জাল মুক্ত কর হুতাশন,—
দাবানলে দগ্ধ করে অরণ্য যেমন।

২২ ভাদ্র, ১৩২১

বন

নিবিড় বন-ভূমি বিথারি অঙ্গ,
নীরব ধ্যানে কার মাগিছে সঙ্গ !
বিশাল দেহ ভার
অসহ বসুধার
রুধিয়া শ্বাস যেন হেরিছে রঙ্গ,
নীরব ধ্যানে কার মাগিছে সঙ্গ ।

একাকী সাথীহীন দাঁড়ায়ে নীরবে,
গহন-বীণাখানি বাজিছে কি রবে !
ক্ষণেক থেকে থেকে
বাতাস যায় হেঁকে
ঝাঁকরি জটাজুট অটুট গরবে ;
গহন-বীণাখানি বাজিছে কি রবে ।

নিখাদে মধ্যমে ধ্বনিছে অভিনব,
ব্যাকুল মর্ম্মরে উঘারে নানা রব ।
কোমল কল তান,
গভীর সাম-গান,
মিশিয়া এক তারে করিছে কি স্তব !
ব্যাকুল মর্ম্মের উঘারে নানা রব ।

নীহার-রাণী উষা সবুজ পত্রে
লিখেছে প্রেম-লিপি কিরণ-ছত্রে।
ছায়াতে শঠ শাখী
সে লিপি রাখে ঢাকি,
হেরিবে রবি তারে অযুত নেত্রে ;
লিখেছে প্রেম-লিপি কিরণ-ছত্রে।

দাঁড়ায়ে গৌরবে বিশাল শিখরী,
করুণা-জ্যোতি ভালে পড়িছে ঠিকরি
জড়িতা লতা-রাণী
অথির প্রেম-বাণী
নিরস তরু শুনি বুঝিল কি করি !
করুণা জ্যোতি ভালে পড়িছে ঠিকরি

বিহগ কাকলিয়া মুখরে কল-তান,
ভ্রমর-গুঞ্জনে ফুলের ভাঙে মান।
ক্লান্ত কাঠুরিয়া
দেহটি এলাইয়া
মরমে গুমরিয়া মৃদুল গাহে গান ;
ভ্রমর-গুঞ্জনে ফুলের ভাঙে মান।

প্রখর রবি-করে হারায়ে স্পন্দ
বিটপী দাঁড়াইয়া বিশাল স্কন্দ।

সবুজ পাতা-ঢাকা
ছায়াটি বুকে আঁকা,
আঁধারে আলো সনে লেগেছে দ্বন্দ্ব ;
বিটপী দাঁড়াইয়া বিশাল স্কন্দ ।

কে যোগী সমাহিত ধেয়ান মগনে ?
নয়নে এক-দিঠি চাহিয়া গগনে ?
ঝিঁ ঝিরা অবিরাম,
ধ্বনিছে প্রাণায়াম,
মোহন বাঁশী বাজে অমৃত লগনে ;
নয়নে এক-দিঠি চাহিয়া গগনে ।

হরিণী নিরখিছে শাবক অনিমিখ্,
সভয়ে খনে খনে চাহিছে চারিদিক্ ।
কে জানে কোন্ কোণে
নিবিড় ঘন বনে
শমন-রূপী ব্যাধ লুকায়ে আছে ঠিক ;
সভয়ে খনে খনে চাহিছে চারিদিক্ ।

পরশ-সমীরণে হারায়ে তন্দ্রা,
গোধূলি সহবাসে জাগিল সন্ধ্যা ।
নিকষ কালো মুখে
তিমির হাসে বুকে,
কি শিশু প্রশবিল জনম-বন্ধ্যা !
গোধূলি সহবাসে জাগিল সন্ধ্যা ।

নিথর নিশীথিনী নিবিড় কাননে,
হাসিছে একাকিনী জ্যোছনা-আননে।
কুসুম কম-হারে
রসাল ফল ভারে
আনত তনুখানি আবৃত বসনে ;
হাসিছে একাকিনী জ্যোছনা-আননে।

কত কি আছে ঢাকা তৃষিত বুকে তার,
সারাটি জীবনের মরম-হাহাকার।
কনক অঙ্গুলে
পরাণ লয়ে তুলে
বেদনা-বনফুলে নীরবে গাঁথে হার ;
সারাটি জীবনের মরম-হাহাকার।

নিবিড় বন-ভূমি বিথারি অঙ্গ,
গভীর ধ্যানে কার মাগিছে সঙ্গ !
অনাদি যুগ বহি
নীরবে যায় সহি
আতপ-তাপ কত ঝটিকা-রঙ্গ ;
গভীর ধ্যানে কার মাগিছে সঙ্গ !

১৬ শ্রাবণ, ১৩২২

শঙ্খ

নন্দিতা নীল সিন্ধু-মাতার
উজলি শীতল অঙ্ক,
ঊর্ম্মি-মথিত উছল বক্ষে,
গোপন হিয়ার স্বরভি কক্ষে,
সার্থক কোন্ সাধনা লক্ষ্যে
লালিত তুমি হে শঙ্খ।

ত্যজি অতলের স্থশীতল গেহ,
মাতৃ-মমতা-বর্দ্ধিত-স্নেহ,
লইয়া শুভ্র কঙ্কাল দেহ
তোমার সমুত্থান ;
মহা-মহর্ষি দধীচির মত
নীরবে সাধিলে লোক-হিত ব্রত,
জীবনে মরণে হয়ে সংহত
পরাণ করিলে দান।

ছাড়িয়া কোমল জননীর কোল,
ধরায় ছড়ালে স্থধা-হিল্লোল,
স্নিগ্ধ তীব্র গম্ভীর রোল
বাজিল গগন গায় ;

মধুর ধ্বনির রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
মঙ্গল নাচে জীমূত-মন্দ্রে,
গ্রহ তারা আর তপন চন্দ্রে
মুগ্ধ নয়নে চায়।

নব স্বর-লোক করিয়া সৃষ্টি
ভূতলে ঢালিলে আশীষ-বৃষ্টি,
কোন্ স্বপনের স্নিগ্ধ দৃষ্টি
বুলাইল স্নেহ-কর!
সুধা কণ্ঠের মঞ্জুল রবে
মোহিত-মগন বিশ্ব-মানবে,
বিমল শান্তি পীযুষ-আসবে
মত্ত হে চরাচর।

শুভ-মঙ্গল-শোভন কর্ম্মে,
অশুভ-নাশন-পূজন-ধর্ম্মে,
বাজে তব রাগ সকল মর্ম্মে,
সমভাবে সুখে-দুখে
তরুণ অরুণে করুণ লহরে
তব গুঞ্জন গগনে বিহরে,
থমকিয়া উষা চমকি শিহরে,
লুকায় রবির বুকে।

প্রভাত-কাকলি-ধ্বনির লগনে
বাল-রবি হাসে উদয় গগনে,
জাগ্রত ধরা কর্ম্ম-মগনে
গাহে জীবনের গান;
মধ্য-দিনের তপ্ত তপনে,
রক্ত-রবির আঁখির দাপনে,
তব ওঁকার মন্ত্র বপনে
বাজে মঙ্গল তান।

দিনকর যবে মরণের শ্বাসে
দিবা-অবসানে ম্লান মুখে হাসে,
সম্ভাষো তারে গম্ভীর ভাষে
তুমি হে বৈতালিক!
সন্ধ্যা-বধূর আবাহন-রাগে,
সান্ধ্য-গগনে ধ্বনিছ সোহাগে;
ক্লান্তি-কুহেলা ক্ষান্তির যাগে
তুমি মহা ঋত্বিক।

তব ফুৎকারে আঁধার বিনাশে,
নিশীথে আলোক-অনল বিকাশে,
সে অনলে শশী-তারকারা হাসে
পরি কৌমুদী-মালা;

তটিনীর বুকে, পাদপ-নিকরে,
দেবালয়ে, পথে, সৌধ-শিখরে,
পুলক-প্লাবিত জ্যোছনা ঠিকরে,
স্বরগ-স্বপন ঢালা।

শুনিয়াছ তুমি, উদার মহান্
মহা-সাগরের কল্লোল গান,
সে সুগম্ভীর ভৈরব তান
প্রাণের পরবে জাগে ;
সিন্ধু-গামিনী নদীর ভাষণ
শিখায়েছে সুধা কল-কল স্বন,
কালের ঝুলনে মৃদু ও ভীষণ
হিন্দোলে সুর-ফাগে।

মন্দিরে তুমি আরতি-অঙ্গ,
উৎসব দিনে উলাস-রঙ্গ,
উদ্বাহে উলু-রবের সঙ্গ
তব মঙ্গল ধ্বনি ;
তোমার আরাবে যোদ্ধৃ পরাণ
বর্ম্মের নীচে বহিছে তুফাণ,
পিধান-বদ্ধ লুব্ধ কৃপাণ
নাচে মৃদু ঝন্‌ঝনি।

তোমারে পাইয়া মদন-মোহন
ছাড়িল ললিত মুরলী গাহন,
বিফল গোপীর চটুল চাহন,
পিরীতির রস-গীত ;
শঙ্খ হে, তব ডঙ্কার রবে
ভারত-যুদ্ধে সাজে কৌরবে,
ক্ষত্র-শোনিত-মহা-উৎসবে
তুমি ছিলে পুরোহিত।

হিন্দোলে যবে বাসুকীর শির,
ঘন কম্পনে নাচে ধরা-নীর,
তব ভৈরব-নিনাদ গভীর
সঘনে ফুকারি ডাকে ;
নিদাঘ তাপের প্রদাহ যেমন,
তেমনি সে স্বর দহে তনু-মন,
কাঁপায়ে ভূধর কান্তার বন
গগনে নাচিতে থাকে।

ভেদিয়া যখন মেঘ-আবরণ,
ঠিকরি আকাশে বিজলী-বরণ,
ভীষণ দৈত্য করি গরজন
ভূতলে নামিয়া আসে,

তখন ব্যাপিয়া নিখিল ভুবনে,
তব নাদ বাজে ভবনে-ভবনে,
বসিয়া রুদ্ধ দ্বার-বাতায়নে
কম্পিত সবে ত্রাসে।

উৎসব মাঝে বন্ধুর দল
গৃহ-প্রাঙ্গণে করে কোলাহল,
দুঃখ-দিনের চক্ষের জল,—
কেহ নয় তার ভাগী ;
তুমি জ্বালাইয়া মঙ্গল বাতি
শুভ দিনে সুখে কর মাতামাতি,
নীরবে কাটাও সুদীর্ঘ রাতি
রোগের শিথানে জাগি

ধন্য হে তুমি সুধীর সুজন,
অম্বুনিধির বুক-চেরা ধন,
মরণে পেয়েছ নব যৌবন,
কোমল করুণ প্রাণ ;
নবীনার নব সঙ্গ-সরসে,
লালসা-লুপ্ত অধর পরশে,
বাজাও রাগিনী ললিত হরষে,
উছলে পুলক-বান।

চন্দ্রের চারু অমল জ্যোছনা
যে-নারীর পদ-নখর-তুলনা,
তুমি হে তাহার গ্রীবার কামনা,
কম্বু তোমার নাম ;
সার্থক তব নন্দিত স্বরে
নন্দন নাচে প্রতি ঘরে ঘরে,
সকল বেদনা গুমরিয়া করে
মঙ্গলে বিশ্রাম।

রমণী অধরে পাতিয়া আসন
গুঞ্জরি কর প্রণয়-শাসন,
সোহাগ-জড়িত রাখীর বাঁধন
বেঁধেছ সতীর করে ;
যে-ভবনে তুমি রয়েছ অচলে,
চঞ্চলা সেথা আছে অবিচলে,
জনার্দ্দনের চারু করতলে
শোভিছ পুলক ভরে।

কোটি-অর্ব্বুদ করি পরাভব
তোমার সংখ্যা জাগে অভিনব,
অমূল তোমার বিত্ত-বিভব,
উঠিছে উদধি ছাপি ;

তাই কি লক্ষ্মী পদ্মের নীরে,
বিছায়ে চরণ তোমার শরীরে,
ভক্ত মানবে ডাকিছে সুধীরে
হাতে লয়ে হেম-ঝাঁপি ?

জীবন-প্রভাতে মেলিয়া নয়ান
শুনিনু প্রথম তব শুভ গান,
শিশির-সিক্ত কুসুম সমান
যেদিন ফুটিল হিয়া ;
যৌবনে কোন্ মুখর নিশিতে,
তব মঙ্গল সুধা-সঙ্গীতে,
বাঁধিল আমারে প্রেম-শীকলিতে
প্রাণের পরাণ-প্রিয়া !

আজি মরণের কূলে দাঁড়াইয়া
উৎসুক আমি রয়েছি চাহিয়া,
জীবন-বীণাটি উঠিবে গাহিয়া
তোমার রাগিনী কবে ;
শেষ খেয়া যবে লইয়া আমায়
নীরবে নাচিবে অকূল সীমায়,
শ্রান্ত পরাণ যেন গো ঘুমায়
তোমার মহান্ রবে ।

১৪ শ্রাবন, ১৩২২

শ্রীকৃষ্ণ

ব্রজ-অঙ্গনা-আঙিণা লঙ্ঘি, গোপী-অঞ্চল হইয়া মুক্ত,
যেদিন কংশ করিয়া ধ্বংশ হইলে বীর্য্য-গরিমা যুক্ত ;
রুদ্ধা জননী উদ্ধার তরে সাধিলে যে-কাজ ছিল অসাধ্য,
হস্তে লইলে সুদর্শন হে,—ছাড়িয়া মোহন মুরলী-বাদ্য ;
সেই দিন হতে ভারত-গাথায় গ্রথিত হইল নবীন সূক্ত,
জীর্ণ ভারতে শীর্ণ পাদপে শ্যাম পল্লব হইল যুক্ত।
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া—বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

জরাসন্ধ ও কাল্-যবনের দারুণ দম্ভ না-করি গ্রাহ্য,
রৈবত-শিরে রত্নধী-তীরে প্রতিষ্ঠাপিলে নবীন রাজ্য।
রাজসূয়-যাগে পাণ্ডব জাগি পাইল তোমার অচল সৌখ্য,
দিগ্বিজয়ী সে বাহিনী ফিরিল সকল ভারত করিয়া ঐক্য।
সমরে অটল বীর-বিক্রমী নারায়ণী-সেনা তোমার সৃষ্টি,
তোমার কুহকে ক্ষত্রিয় যত চমকি চাহিল মেলিয়া দৃষ্টি।
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া—বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

তব ইঙ্গিতে কুরুক্ষেত্রে বাজিল দামামা ভীম বাদিত্র,
করি একত্র ক্ষত্রিয় যত রচিলে রাজ্য নব বিচিত্র।
ধন্য তুমি হে মান্য-সারথী, শক্তি তোমার ভারতে ব্যক্ত,
তোমার তূর্য্যে আর্য্য-জাতির ছুটিল তপ্ত ধমনী-রক্ত।
প্রিয়া-প্রাণাধিকা দুখিনী রাধিকা, ত্যজিলে তাহারে বহুর কার্য্যে,
ধন্য হে তব পুণ্য কাহিনী, মুগ্ধ ভারত তোমার শৌর্য্যে।
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া—বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

সুপ্তি-স্বপন ভঙ্গ হইল পাইয়া তোমার দীপ্ত সঙ্গ,
চিত্রক-তুলি কাব্য-কাকলি কেন কহে শুধু চারু-ত্রিভঙ্গ ?
বাজুক-না কেন বৃন্দা-বিপিনে মুরলীর গান ললিত ছন্দে,
মদির-বিভোলা ব্রজ-কুলবালা ছুটুক না কেন প্রণয়ানন্দে ;
চঞ্চলা নারী-অঞ্চলোপরি রচিত হেরিয়া তোমার শয্যা,
লাঞ্ছিত মোরা বঞ্চিত আজি বুঝিতে তোমার মহতী চর্য্যা।
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া—বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

যে-একছত্র রাজ্য রচিতে করিয়াছ তুমি বিপুল চেষ্টা,
পৃথ্বি-প্রথিত সে মহা-মিলনে কোন্ ক্রুর বিধি হইল দ্বেষ্টা ?
যতেক বর্ণ জাতি ও ধর্ম্ম, শাশ্বত এক পতাকা লক্ষ্যে,
বিমল সৌখ্যে দুঃখ ভুলিয়া ঐক্য হবেনা মাতৃ বক্ষে ?
ভাঙিবেনা কি হে তম-ঘুমঘোর ? জাগিবেনা কেহ সত্য-ধর্ম্মে ?
ভারতের ভীতি-বিদ্বেষ-ধাঁধা শেল সম রবে বিঁধিয়া মর্ম্মে ?
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া—বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

হে পুরুষ, ওহে চতুর সারথী, চেয়ে দেখ মেলি অরুণ নেত্র,
নিকষ-নিবিড়-তন্দ্রা-জড়িত নিদ্রা-মগ্ন ভারত-ক্ষেত্র।
আবার ভারতে বাজাও শঙ্খ, ধর্ম্ম-রাজ্য হোক্ প্রতিষ্ঠা,
শিখাও সকলে তোমার কর্ম্ম তোমার ঐক্য তোমার নিষ্ঠা।
কুরু-প্রাঙ্গণে বস্ত্র-হরণে যে পাপ-কালিমা হইল যুক্ত,
এত অপমানে দৈন্য-দহনে সে কলঙ্ক কি হয়নি মুক্ত ?
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া—বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

২৮ শ্রাবন, ১৩২১

বঙ্কিমচন্দ্র

হে সৌম্য, ভাষার রম্য কুসুম কাননে—
ভাবের সূতায় গাঁথি, বসি' নিরজনে
যে-মালা রচিলে তুমি, পরাইবে বলে'
হীন-পরিধানা দীনা বঙ্গ-মাতা গলে,
সে মালা দুর্লভ অতি ; সৌরভে তাহার
বাঙ্গালা উঠিল মাতি,—ঘুচিল আঁধার ;
সুপ্ত অলি দীপ্ত মুখে ঝঙ্কারিয়া সুখে,
লুটাইল নব-স্ফুট কুসুমের বুকে ;
মাখিয়া সুবাস মলয়া আসিল ছুটে—
বহিতে সম্বাদ দিক্-দিগন্তরে ; কেটে
গেল লাজ-রক্ত অভিশপ্ত দীর্ঘ নিশি,
ঊষার আলোকে বঙ্গ উঠিল বিভাসি।
ধন্য তুমি পুণ্যময়, ধন্য দ্বিজোত্তম !
ধন্য তব দীপ্ত রাগ 'বন্দেমাতরম্'।

বরিশাল। ২৬ চৈত্র, ১৩১৪

রবীন্দ্রনাথ

শুভ্র উষারাণী পূর্ব্ব নীলিম গগনে,
একবার শেষ চেয়ে বঙ্কিম-নয়নে
বাঙ্গালার ভাবোদ্যানে, ধীরে থিরে মরি
লুকাইল হাসি মুখ, চারু নেত্রে হেরি
বাল-রবি-কিরণ-বিকাশ। বিথারিয়া
দীপ্ত জ্যোতি, অমৃত-আলোক ছড়াইয়া,
হীরক-মণ্ডিত পূত কল্পনার রথে,
এলো রবি দিব্য দেহধারী।—বীণা হাতে,
ললিত ত্রিদিব ছন্দে, অন্ধকার নাশি,
বিতরিল সুধা-কণ্ঠ, শান্তোজ্জ্বল হাসি।
বঙ্গোদ্যানে·রঙ্গোল্লাস ঝঙ্কার শুনিয়া,
বিস্ময়ে বিশ্বের লোক রহিল চাহিয়া
পলক-বিহীন নেত্রে।

হে উজ্জ্বল রবি,
বন্দে তোমা ক্ষীণ ছন্দে দীন-হীন কবি।

বারাণসী। ২৫ কার্ত্তিক, ১৩২১

আশুতোষ-সম্বর্দ্ধনা *

স্বাগত হে মতিমান্!

বাংলার চির উজ্জ্বল কৃতি

সন্তান গরীয়ান্!

বাণীর বিমল মন্দির মাঝে

তোমারি রচিত সঙ্গীত বাজে,

পুরাতন দেহে ওগো পুরোহিত,

দিয়েছ নবীন প্রাণ।

চির-কাঙালিনী জননী মোদের

নিভৃত কুটীরে লাজে—

কোন্ নিরজনে ছিল লুকাইয়া

নিরাভরণার সাজে।

তুমি ঘুচাইয়া ছিন্ন বসন,

পরায়েছ তারে মুকুতা-রতন,

রচি মহিমার উচ্চ আসন

বসায়েছ তার মাঝে।

বিধান-শাস্ত্রে পণ্ডিত ওগো

স্বাধীন বিচারপতি!

ন্যায়ের মহিমা রাখিয়াছ তুমি

না গণিয়া লাভ-ক্ষতি।

* কলিকাতা ৮নং আর্ল ষ্ট্রীট্ সাউথ্-সুবারবাণ-কালেজ ছাত্রাবাসে শ্রীযুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে রচিত। (৬ এপ্রিল, ১৯১৭)।

জাগায়ে দেশের সুপ্ত পরাণ
আনিয়াছ তুমি কর্ম্মের বান,
হে কর্ম্মবীর, তোমার আহ্বান
ফিরায়ে দিয়েছে মতি।

সমাজের তুমি শির্ষ-সেবক,
মানো নাই ভয়-বাধা ;
জাগ্রত সদা তোমার প্রতিভা
ঘুচাতে দেশের আঁধা।
বাংলার মৃত শ্মশান-যন্ত্রে,
জীবন জেগেছে তোমার মন্ত্রে,
ধ্রুব কল্যাণ উদার তন্ত্রে
তোমার বীণাটি সাধা।

ওগো ব্রাহ্মণ, ওগো ঋত্বিক,
বঙ্গের মহীয়ান্ !
লহ এ ক্ষুদ্র ভকতি-অর্ঘ্য
সরল প্রীতির দান।
যাত্রীক মোরা বাণী-মন্দিরে,
বন্ধুর পথে চলিয়াছি ধীরে,
তোমার আশীষ বহিয়া এ শিরে
সার্থক হবে প্রাণ।

কলিকাতা। ২০ চৈত্র, ১৩২৩

মিলন সঙ্গীত *

উৎসব-শেষে উৎসুক প্রাণ মিলন-হরষে মাতি,
শত ত্রুটি লয়ে দাঁড়ায়ে আঁধারে মাগিছে আশীষ-বাতি।
নাহি আয়োজন নন্দন-ফুল,
নাহি চন্দন ধূপ গুগ্‌গুল,
পূজার অর্ঘ্য আছে শুধু তার ভকতি-কুসুম-কাঁতি।
সরল মনের লহ অঞ্জলি,
উলাসে চিত্ত উঠুক্ উছলি,
বাণীর বিমল মন্দির পথে তোমরা রহিয়ো সাথী।
ও-পার হইতে নবীন বরষ,
আসিবে যখন বহিয়া হরষ,
পুন যেন পাই সঙ্গ-সরস, করযোড়ে এ মিনতি।
আজি যেই বাণী পাইনু শুনিতে,
বাজুক্ সে ধ্বনি হিয়ার বীণাতে,
হাসুক্ তপন তমস-গগনে নাশিয়া আঁধার রাতি।

কালীঘাট। ১৫ চৈত্র, ১৩২৩

* কলিকাতাস্থ খিদিরপুর-অ্যাকাডেমীর পুরস্কার-বিতরণ-সভার জন্য রচিত।

বিবাহ-যৌতুক

(শ্রীঅমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী লীলা দেবী)

আজি তাপস-বক্ষ-দুয়ারে একি রে
মঙ্গল-সুরে সাহানা গান!
কোন্ অমল হৃদয় লীলার কমলে
কে করিল আজি সম্প্রদান!
কতনা ঝঞ্ঝা কতনা বাতে
কতনা তীব্র বেদনা-ঘাতে,
নিবিড় নিকষ আঁধার রাতে
যে-হিয়া হয়নি কম্পমান;
আজি কোন্ সুরপুরে, কি গানের সুরে,
খুলে গেল সেই মুদিত প্রাণ।

বুঝি খুলি-খুলি করি এতদিন ধরি
হুতাশে আছিল মুহ্যমান;
আজি কুসুম-সায়কে রতির নায়ক
হানিল এ কোন্ মোহন-বাণ!

বাদল দিনের মাদলাঘাতে,

চকিত চাঁদের তরল রাতে,

এ কোন্ শিথিল কোমল হাতে

আগল ধরিয়া দিল গো টান!

কোন্ কাজল-জলদ বক্ষ বিদারি

বুনিল তারকা-মণির থান।

কত আশা-নিরাশায় ফিরে-ফিরে চায়

নবীন দুইটি তরুণ প্রাণ;

আজি কৌমুদী-স্নাত কুমারের তটে

মহা-মিলনের অর্ঘ্য দান।

অমল গগনে অমল চাঁদ,

অমল ধরায় অমল বাঁধ,

অমল হিয়ায় লীলার ফাঁদ,

হেরিয়া উছলে পুলক-বান:

হলো বসুন্ধরার গন্ধ-বাতাসে

দুইটি হৃদয়ে একটি প্রাণ।*

বারাণসী। ৩২ আষাঢ়, ১৩২৩

---

* এই কবিতাটির ভাব ও ভাষা পরম স্নেহাস্পদ স্বর্গীয় ভাই নলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের; কেবল গাঁথুনীটি আমার।

বিবাহের স্নেহোপহার*

মণি! আজ তোর বিয়ে।
আজি শুভ প্রতিপদে,
ত্রিদিবের দেশ হতে,
এসেছে দেবতা তোর ফুল-মালা নিয়ে ;
আজ তোর বিয়ে।

সঁপিয়া হৃদয়-মন
যে-যজ্ঞ সেধেছ বোন্,
পূর্ব্ব জন্মে বহু পুণ্যে সংসার-আসরে ;
আজি তোর শুভ দিন,
লহ যজ্ঞ-ফোঁটা চিন,
পুষ্পিত প্রাঙ্গণ মাঝে দিব্য এ বাসরে।

পরিধানে রক্ত চেলি,
ভক্ত সাজে এস চলি,
দেহ-মন-প্রাণ ঢালি দেহ স্বামী পদে ;
অনন্ত জীবন-পথে
চল দোঁহে এক রথে,
এক ধ্যানে এক প্রাণে সম্পদে বিপদে।

* বর—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী। কনে'—শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী (মণি)। উপহার দাত্রী—দিদি। তারিখ—১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

স্বামী-যে নারীর প্রাণ,
বিধাতার পুণ্য দান,
প্রেমময় মূর্ত্তিমান মর্ত্তলোক মাঝে ;
বিশ্বের অমৃত দ্যুতি,
বাসনার পূর্ণাহুতি,
পূর্ণ তৃপ্তি পূর্ণ শান্তি চরণে বিরাজে।

হয়ে স্নাত শুদ্ধ নত,
সাধো হর-গৌরী ব্রত,
সে ব্রত জীবন-ব্যাপী সেবা-অনুষ্ঠান ;
ভোগের রঞ্জিত পটে,
তেয়াগ উঠিবে ফুটে'
যেই দিন হবে তোর ব্রত সমাধান।

যে-দেশে চলেছ তুমি,
সে নহে বিদেশ ভূমি,
আদরে আপন ভাবি থেকো ফুল্ল-মনে ;
শাশুড়ী মায়ের মত,
হয়ো তার অনুগত,
সম্ভ্রমে করিয়ো নতি যত গুরু জনে।

দাস-দাসী প্রতিবাসী,
হেরি তোর পুণ্য হাসি,
করুক সকলে ধন্য কল্যাণ কামনা ;

যেন রে কাঙাল তরে
করুণায় আঁখি ঝরে,
সংসারের সুখ-ছলে তাদের ভুলোনা।

আজি উৎসবের মাঝে,
দীপ্ত এ শ্যামল সাঁঝে,
গুপ্ত যে বেদনা বাজে অন্তর দলিয়া ;
তুলে' সে ব্যথার কথা,
বিদায়ের অশ্রুগাথা,
দিবনা রে তোরে ব্যথা, কাজ নি বলিয়া।

সাজায়ে বরণ-ডালা,
লয়ে দিব্য ফুল-মালা,
এলো সব কুলবালা এ মধু নিশিতে ;
ক্ষুদ্র দুটি নদ-নদী,
বিধি মিলাইল যদি,
ধন্য হোক্ পুণ্য-প্রেমে রম্য অবনীতে।

লাবণ্য মাখিয়া অঙ্গে,
দুকূল ছাপায়ে রঙ্গে,
থেকো দোঁহে এক সঙ্গে তরঙ্গ-বিভ্রমে ;
তোমাদের ভালবাসা,
মিটায়ে প্রাণের আশা,
হোক্ চির পরিণত বিশ্ব-প্লাবী প্রেমে।

১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩২১

বিবাহ-মঙ্গল

শ্রীমান্ মণিময় চট্টোপাধ্যায় (নন্দ)

ও

শ্রীমতী সুবোধবালা দেবী।

খালিয়া। ২০ বৈশাখ, ১৩২৩, শুক্লা-প্রতিপদ।

অথ যাত্রা

টাক্-ডুমাডুম্ টাক্-ডুমাডুম্ বাজ্‌লো বিয়ের বাজ্‌না,
নন্দবাবুর সুরু হলো বরের সাজে সাজ্‌না।
বাক্‌সো খুলে ভায়া আমার পড়্‌লো বিষম ফাঁপরে,
অনেক ভেবে ঠিক হলোনা—মানাবে কোন্ কাপড়ে।
সরু পাড়ের ফ্যাসান এখন, চওড়াটাও মন্দ নয়,
কোন্ কাপড়ে নেক্-নজরে চাইবে 'সে জন' সন্দ' হয়

ফিক্‌ফিকে রঙ্ হয়ে গেছে জুতো-জোড়ার বার্ণিশে,
চুল রয়েছে এলো-মেলো মাথার টেঁড়ির কার্নিসে।
এষ্টাকিনের পৃষ্ঠাসনে হয়ে গেছে মস্ত ছেঁদ,
দেলখোসে নেই তেমন গন্ধ,—নন্দবাবুর বড়ই খেদ!
এই জামাটা নয়কো ভাল, কেমন নরম ইস্তিরি,
এমন সাজে যায় কি যাওয়া আন্‌তে নতুন ইস্তিরী?

বাড়ীর ভিতর পুলক ঢালা—মায়ের বুকে মহোল্লাস,
সুজলা-বোন্ তিড়িং নাচে, দাঁতের ফাঁকে মিঠে হাস।
ঠাকুরমা'টি ঘুর্‌চে কাজে, বিশেষ দক্ষ চ্যাচানে,
সকল আঁচল গোঁজা আছে বাঁয়ের ট্যাঁকের পেছনে।
দিব্য-বৌয়ের* নব্য হবার সাধ জেগেছে আজ মনে,
ভাব্‌ছে, যে জন আস্‌চে ঘরে টেক্কা দেবে তার সনে।

সবাই মিলে কী হুট্টগোল! বরের বাপ যে নাই এ ভীড়ে?
পুবের কোঠায় বসে বুঝি গড়গড়াটা টান্‌ছে ধীরে!
বৈবাহিকের সঙ্গে তাহার এ বিষয়ে মস্ত মিল,
হুঁকোর চুমায় ঘুমায় এরা মনের দ্বারে দিয়ে খিল;
থাক্ বা না-থাক্ অগ্নিকণা কল্কে-দেবীর উদরে,
এদের কাছে থাক্‌বে হুঁকো কায়মি-করা কদরে।

সাজ্‌লো ভালো নন্দ-ভায়া, হয়েই গেল অনেক রাত,
সকল গুরুজনের পায়ে কর্‌লো সুখে প্রণিপাত।
যাত্রা হলো শুভক্ষণে নতুন জীবন গড়নে,
মনে মনে মাগ্‌লো আশিষ বিশ্বনাথের চরণে।
সুবোধ ছেলে নন্দবাবু সভ্য ভব্য ভিরুটি,
এবার হবে আরো সুবোধ থাক্‌বেনা কো তিরুটি।

---

* কবি-পত্নি।

অথ বিবাহ

আজি প্রাঙ্গণ মাঝে,
উৎসুক দুটি তরুণ হৃদয়
সেজেছে নবীন সাজে।
হাতে লয়ে শুভ বরণের থালা
চৌদিকে ঘিরি হাসে পুরবালা,
যুগল পরাণ পুলকে উতালা,
মঙ্গল শাঁখ বাজে।

ঊর্দ্ধে অমল অম্বর জোড়া
সুনীল চন্দ্রাতপ,
নিম্নে মেদিনী মদির-বিভোরা
হেরিতেছে উৎসব ;
সম্মুখে শিলা নারায়ণ-হরি,
ব্রাহ্মণ দল প্রাঙ্গণ ভরি,
শান্ত শীতল শ্যাম বিভাবরী,
সাক্ষী রয়েছে সব।

এস মণিময়, ঋত্বিক সাজে
লভিতে চরম শিক্ষা;
এ নব নিশার নীরবতা মাঝে
হবে জীবনের দীক্ষা।

পরিয়া রক্ত-চেলির বসন
ভক্তের সাজে লহগো আসন,
যুক্ত-যুগল-করে দুইজন
বিভু পদে মাগ ভিক্ষা।

কাল অমানিশি গেছে পোহাইয়া,
আজি প্রতিপদ চাঁদ ;
ওই হের দোঁহে পূরবে চাহিয়া
উষা পাতিয়াছে ফাঁদ।
মলয় বহিয়া অমৃত বারতা
কানে কানে কহে অকথিত কথা ;
এস ঋত্বিক, এস পূজা-রতা,
টুটে যাক্ লাজ-বাঁধ।

বন্ধুর এই জীবনের পথে
দুইজনে পাশা-পাশি,
হও আগুয়ান সত্যের রথে
কণ্টক-রিপু নাশি।
দুইটি হৃদয় চলিতে চলিতে
হলো যদি দেখা এ মধু নিশিতে,
আজি উল্লাস-মঙ্গল-গীতে
দুয়ে' হোক্ মেশামিশি।

ভোগ-লালসার রঞ্জিত পটে
ওই যে সোনালী রেখা,
স্বর্ণ তুলির বর্ণে, নিপটে
'তেয়াগ' রয়েছে লেখা।
তোমাদের নব যুগল জীবনে
সে তুলি ফুটিয়া উঠুক্ গোপনে,
দারুণ ঝঞ্ঝা যৌবন-রণে
জীবনের পেয়ো দেখা।

লহ শুভাশিষ মস্তকে দোঁহে
স্মরিয়া শ্রীভগবান,
দলিয়া ব্যর্থ সংসার-মোহে
সার্থক কর প্রাণ।
যুগলের স্নেহ-হস্ত পরশে
স্বস্তি-নির্ঝর ঝরুক্ হরষে,
ধর্ম্মে সমাজে দেশে আর দশে
করে যেন যশ গান।

অথ দ্বিরাগমন

তোরা উলু-উলু দে'লো!
আজি শুভদিনে, এ সুখের ঘরে
নূতন অতিথি এলো।

চারিদিকে মরি, রমণীর সারি
মিঠে সুরে কোলাহল;
শুভ মঙ্গল শঙ্খ নিনাদে
নাচিছে শিশুর দল।
গুরু-গর্ব্বিত যে আছ যেখানে
এস সবে হাসি মুখে;
আমার নূতন দিদি-মণিটিরে
সমাদরে লও বুকে।

নবীন ধান্য-দূর্ব্বার দলে
আশীষিয়া স্নেহভরে,
ওমা নন্দিতা নন্দ-জননী,
বধূ তুলে লও ঘরে।
ডান-কোলে রাখ ছেলেটি তোমার,
বাম-কোলে নব-বধূ;
আশিষ-বচনে আদরে যতনে
বরিষ অমিয়া-মধু।

কোথা মেজ-দিদি?—নন্দের তব
আনন্দ দেখ আজ,
ওর দশা হেরি আমি হেসে মরি,
পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ।

ঠাকু'মা কোথায় ?—তোমার ভাগ্যে
পুরাতন একাদশী,
দেখে যাও তব নব সতীনের
অনুপম মুখ-শশী।

দিব্য-বধূর আশা আছে মনে,
হয়ে যাবে বাজি মাৎ ;
সবে কয়গাছি চুলই পেকেছে,
এখনো রয়েছে দাঁত।

শিষ্ট শান্ত নন্দ-ভায়াটি
নীরবে বসিয়া আছে ;
ওরে কেউ কিছু শুধায়োনা আজ,
কাজ নাই গিয়ে কাছে।
রেণু, চারু, বুড়ি, পতন, ডগরি,
সুটি, পাঁচি, রাই, কালী,
সরোজী, হিরণী, পঙ্কি ও গণি,
দেঁজি, সুকি, দুলি, ফেলি,
ক্ষিরী আর অমি, মান্তি ও ক্ষমী,
রঙ্গিণীগণ যত,
কারো দাঁত উচু, কারো নাক নীচু,
রূপসীরা নানামত ;

কারো ঠোঁটে মিশি, কারো পান গালে,
কেউ ধলো, কেউ কালো ;
ভায়ারে লইয়া সারাটি রজনী
ঢঙ্টা করেছে ভালো।
ছোট আর বড় সবাই সমান,
তুলনায় নহে কম ;
নয়ন-বাণের হানায় ভায়ার
বন্ধ হয়েছে দম।
বাসর ঘরের আসরের ফেড়ে
কর্ণ রয়েছে লাল ;
হেরিয়া সঙ্গে নব সঙ্গিনী
ওর ঠিক নাই তাল।
দেলটা হয়েছে অদল-বদল,
নূতন গড়েছে মায়া ;
বোধ হারাইয়া রাতারাতি মরি,
স্থবোধ হয়েছে ভায়া।

এস নব বধু, নবীন আবাসে
এস গো স্থবোধবালা !
যুগ-যুগান্ত কান্ত-আলয়ে
রহ ঘর করি আলা।

দক্ষিণে ওই দেবতা তোমার,
চির-সাধনার ধন ;
দেব-মন্দিরে বসতি করিতে
আজি তব আগমন।
পতি-কুলে রহ স্থির-অনিমেষ,
উজ্জ্বল ধ্রুব তারা ;
জীবন-পাথারে তরী খানি যেন
হয়না কো দিক্‌হারা।
অরুন্ধতীর মত সতী হও,
স্বামি-কুল কর ধন্য ;
অন্নপূর্ণা জননীর মত
ক্ষুধিতে বিতর অন্ন।
লক্ষ্মীর মত তব গৃহ হোক্
ধন ও ধান্য ভরা ;
কলুষ-নাশিনী গঙ্গার মত
হও সন্তাপ-হরা।
সাবিত্রী-প্রায় পতি সেবা তব
হোক্ জীবনের ব্রত ;
দ্রৌপদী মত রন্ধন-পটু ;
(যেটা মোর মনোমত) !

সীতার সমান জীবনে মরণে
হও পতি-অনুগামী ;
তোমারে পাইয়া চির সুখী হোক্
শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী।

নমিয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের
চরণে,—ভকতি ভরে,
নব দম্পতি নবীন পরাণে
এস এস আজি ঘরে।

অথ ফুল্-ইস্টপ্

সদ্য লেখা পদ্য আমার অনেক কাগজ ছিঁড়ে,
তবু তো এই দীনের দিকে চাইলোনা কেউ ফিরে।
নতুন দিদির মিঠে হাসি সবটা ভায়ার তরে,
আমার পরাণ তাই দেখে আজ হাঁচড়-পাঁচর করে।
ভায়ার ভাগ্যে কাজ্লা-আঁখির নজ্‌রা-হানা বাণ,
আমার ইনাম হায়রে, কেবল লুচি দু'চার খান।
ইতি—তোমাদের দাদু।

২০ চৈত্র, ১৩২২

নবজাত শিশু *

টুক্‌টুকে তোর গাল দুখানি,
ফুট্‌ফুটে তোর কায়াটি ;
নীল আকাশের জালের ফাঁসায়
গড়িয়ে-পড়া মায়াটি।
তক্‌তকে ঐ ঠোঁট দুটিতে
ফক্‌ফকে তোর হাসিটি ;
আসক দিয়ে বাসক শাখে
জড়িয়ে দেবার ফাঁসিটি।

কোন্ গগনের কোন্ লগনে
কখন হলো সাগর সেচা,
শুক্তি-রাণীর মুক্তাটি গো
ব্যক্ত হলো সত্ত কাঁচা !
মেঘের দেশের পাখোয়াজের
তোয়াজ করা ভঙ্গিমায়,
কোন্ রূপসী নৃত্য করে
আকাশ-সভার আঙ্গিনায় ;
ওড়ণা-ওড়া উতাল বাতাস
খসিয়ে দিলে কানের দুল ;
পড়্‌লো এসে মোদের ঘরে
হয়ে গিয়ে পথের ভুল।

* বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিপদ আচার্য্যের কন্যা-জন্ম উপলক্ষ্যে।

উষা-রাণীর বসন-ভূষা
ছড়ায় শোভা চৌদিকে;
পাপীর শ্বাসে তাপীর ত্রাসে
হয়নি হাওয়া ফিক্‌ফিকে ;
রবির রথে পূবের পথে
পড়েনি কো হুড়মাড়ি,
তরুর শিরে কিরণ-রুলির
ছোটে নাই কো পিচকারী
এমন সময় কোন্ শোভাটি
ছড়ায় আভা ভঙ্গিতে ?
ভোরের পাখী উঠ্‌লো ডাকি
কাহার মধুর সঙ্গীতে ?

আয়রে সোনা, শিশির-কণা,
আয়রে নতুন এই দেশে ;
মায়ের বুকের ধুক্‌ধুকিটি,
কেঁদোনা মা আবেশে ।
সাত রাজার ঐ মাণিক-রাঙা
তরুণ অরুণ ছড়ায়ে,
থাক্‌রে মোদের ঘরের আলো
মায়ের বুকে জড়ায়ে ।

বাবা বসে' ভাবছে ত্রাসে
দিতে হবে তোর বিয়ে,
জামাই-পণের মস্ত থলে'
জোগাড় হবে কি দিয়ে।
দিদি তোমার হাস্‌ছে খোশে,
অত-শত নাই জানা,
দৌড়ে এসে দোরের কোণে
বোনের সুখে আটখানা।
ছোট্ট তোমার কুটিদাদা,
হয়েছে যে মুখটি ভার,
ভাবছে বুঝি কে এলো এ
মায়ের বুকের ভাগীদার।
দেখে তোরে রূপের ঝুড়ি
ফুর্‌ফুরিয়ে বইছে বায় ;
ফুট্‌লো ভোরের কনক-কলি,
আয়রে সোনা আয়রে আয় !

১৬ মাঘ, ১৩২১

শিশু-মঙ্গল*

স্বর্গ মর্ত্ত্য জুড়িয়া আজিকে কেন এত ডাক-হাঁক ?
স্বর্গে হইল দুন্দুভি নাদ, মর্ত্ত্যে বাজিল শাঁখ।
ফুটিল মনের বনের কলিতে একটি শুভ্র ফুল,
কোন্ দেবতার বক্ষের মণি ? কোন অমরীর দুল ?
কোন্ নন্দনে কোন্ পারিজাত ফুটিল আসিয়া হেথা ?
কোন্ গগনের পূর্ণচন্দ্র সৃষ্টি করিল ধাতা ?
তারকার মত, কুসুমের মত, সুধাধারা-মাখা মধু ;
কোন্ চকোরের প্রাণের ক্ষুধা, কোন্ প্রেমিকার বঁধু ?
কেন্ সে ভক্ত পূজা-অবশেষে ছড়ালো শান্তি-জল ?
কোন্ দেশ হতে এলি এ মরতে, বল্‌রে শিশুটি বল্ !

গভীরা রজনী ; উঠিল হাসিয়া চারু চতুর্থী-চাঁদ ;
চারিদিক ঘিরি তারকার মালা পাতিল প্রেমের ফাঁদ।
শিশিরের কণা-সিক্ত বয়ানে ফুলের হাসিটি ফুটে,
ত্রিদিব মথিয়া আনন্দ ঢেউ ছাপায়ে দুকূল ছুটে।
মুক্ত শান্তি করিতেছে খেলা, নাহি সেথা ভয়-ক্ষুধা ;
হেন মুহূর্ত্তে স্বর্গ-রাজ্যে হারাইয়া গেল সুধা।

* বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিপদ আচার্য্যের দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে।

ত্রিদিব জুড়িয়া আকাশ নাড়িয়া পড়িল বিষম সাড়া ;
কোথা হারাইল সুধার কলস, ভাবে তাই দেবতারা।
অতি বিস্ময়ে দেখে তারা চেয়ে, সুধার ফোটাটি এসে,—
মর্ত্ত্যভূমির কুঞ্জ-কাননে গড়াইয়া পড়ে হেসে।
দেখি কৌতুকে দেবদেবীগণ হাসিয়া পড়িল লুটি,
মেখে সেই হাসি হাসিল সুধাটি, ধরায় পাইয়া ছুটি।

অন্ধ-তমস-বন্ধন মাঝে কাটিল দশটি মাস,
ছেড়ে নন্দন, কত ক্রন্দন, কত দীর্ঘশ্বাস।
সুধার কণাটি ভাবে মনে মনে,—পেয়েছি আলোর দেশ ;
ঘুচিয়া যে গেল আঁধারের কালো, দুঃখের হলো শেষ।
জ্ঞানহীন শিশু, বোঝেনি এখনো—এ যে নিদারুণ কারা ;
মাণিকের বাঁধে হীরকেব খাদে সোনার শিকল-পারা।
বুঝিবে যে-দিন, কাঁদিবে সে-দিন হুতাশ-মাখানো প্রাণে ;
তপ্ত হৃদয়ে, সকরুণ-স্বরে, গাহিবে খেদের গানে।
এখন তাহার নাহি অবসর, এখন কেবল হাসে ;
চারিদিক বেড়ি আনন্দ-সাড়া, সকলেই সুখে ভাসে।

চাঁদ হাসিতেছে গগনের কোলে পরিয়া তারার মালা,
কুসুম হাসিছে কুঞ্জ-কাননে হেরিয়া সুধার আলা।
দাদা মহাশয় টানিছে তামাক, সুখে দিয়ে গোঁফে তা',
সুন্দর শিশু স্বরূপ হেরিয়া বদনে নাহিকো রা'।

চশমার ফাঁকে, শিশুটির দিকে মিট্-মিট্ করি চায়,
মনে ভাবে—বুঝি স্বরগ রাজ্য গড়াইয়া পড়ে গায়।
সকলের চেয়ে সাধু দিদিমা-টি হেসে হেসে হলো খুন,
তিলেক মধ্যে নবীন পুরুষ করিয়া বসিল গুণ।
শিশুটির হাসি যেন সুধা-ফাঁসি, গলায় বাঁধিয়া দেছে;
আমোদ-মগনা সাধের দিদিমা উঠিল উলাসে নেচে।

শুন শুন ওগো কুঞ্জ-শিশুর রঙ্গিণী দিদি-মণি!
বিনা সাজ-গোছ নবীন নাগর আপন হবেনা ধনি!
বয়স তো আর তত কাঁচা নয়,—হইয়াছে কিছু বেশী;
ভুলিবে কি কভু হেরিয়া নাগর শুধু মুখে মিঠা হাসি?
এলায়িত কেশ নূতন ফ্যাসানে আবার বাঁধিতে হবে,
বেণী দোলাইয়া তেরছ-নয়নে আবার চাহিতে হবে।
সাবান মাখিয়া পাউডার ঘসি কর দেহ ঝক্-মক্;
পাছা-পেড়ে সাড়ী পরিধান করি মিটাইতে হবে সখ্।
পুরাণো সোহাগ পুন ঝালাইয়া করিবে নূতন তর,
যৌবন সেঁচি কেঁচে গণ্ডুষ আহ্লাদে পুন্ন কর।
তবে যদি ধনি, নবীন নাগর ক্ষণেক ফিরিয়া চায়,
নতুবা কেবল মুখের মিঠায় বঁধু কি ভুলানো যায়?
ফুটিবে আবার বাসি ফুল তব পড়িবে সোহাগে ঢলি;
ছড়াবে সুবাস, লুঠাইবে মধু,—এসেছে যখন অলি।

এস শিশুধন, কর আগমন, এস হে মর্ত্তলোকে ;
দীনহীন কবি ডাকে ক্ষীণ ভাষে, বরণ করিয়া তোকে।
অনন্ত-রাজ গণ্ডি ছাড়িয়া কোন্ দেশে কবে তুমি,
অর্দ্ধ-পথেতে থামিয়া গিয়াছ, হারায়ে কর্ম্মভূমি।
সেইখান হতে আবার করিলে নূতন করিয়া যাত্রা ;
দেখো দেখো ভাই, পুনরায় যেন ছাড়িয়া যেয়োনা মাত্রা।
তোমার মতন আমরাও এই দীর্ঘ পথের সঙ্গী,
বুঝিনা তো সেই অচেনা-রাজার কেমন-তর যে ভঙ্গি।
আর আসা-যাওয়া যায়না তো সওয়া, মিছে এই গতাগতি ;
জানিনা বুঝিনা কোথা এর গোড়া, কোন্ খানে পরিণতি।
তবু তো রে ভাই, চলিতে হইবে, বহিতে হইবে বোঝা ;
হাসিতে কাঁদিতে নাচিতে হইবে,—এই তো ইহার মজা!
তুমি আমাদের নবীন সঙ্গী,—আসিলে মর্ত্তভূম ;
চল চল ভাই, আগু হয়ে যাই, মুখে বলি 'যো-হুকুম'।
আজিকে আদরে, সোহাগের ভরে, এলে তুমি ভাঙা ঘরে ;
আজ আমাদের সুখের সিন্ধু উথলি উথলি পড়ে।
কুলবালাগণ দেয় উলু উলু, সুধা ঝরে চৌদেশে ;
মঙ্গল মধু শঙ্খ নিনাদে, আয় আয় শিশু হেসে!

২৩ ভাদ্র, ১৩২১ সাল

আমি কবি

ভাইরে, আমি একটি কবি !
কাব্যি লিখ্‌তে যা কিছু চাই,
আছে আমার সবই ।

দোয়াত-পোরা আছে কালি,
কলম আছে এক হালি,
কাগজ আছে মোটা বালি
দিস্তা-খানেক জড় ;
প্রাণে বইছে তরুণ রস,
(নেহাৎ বেশী নয় তো বয়স)
দোষের মধ্যে গিন্নি নিরস,
কাব্যিতে নয় দর' ।

জ্যোছনা রাতে চাঁদের হাঁকে,
রুদ্ধ বাতায়নের ফাঁকে,
চোখ্‌ দুটি মোর চেয়ে থাকে
যদিয়ো কাব্যি রসে,
ভয় হয় চাঁদ দেখে দেখে,
বুকটা কখন বসে বেঁকে,
ফুস্‌ফুসিটা ওঠে পেকে,
গিন্নির নোয়া খসে ।

বাড়ী আমার গলির মধ্যে,
অতি নিবিড় অবরুদ্ধে,
ঘরে মুশা-মাছির যুদ্ধে
ব্যস্ত সকাল-সাঁঝে ;
দুইবেলা না জোটে আহার,
গিন্নির তাই মুখখানি ভার,
আমার কিন্তু বইছে জোয়ার
প্রাণের ভাজে ভাজে।

ছাতে বসে' শুনচি ভারি,
বাহির পথের কি হুড়্মাড়ী,
মটর বাইক সারি সারি
চল্‌ছে কল-রোলে ;
খাতায় লিখ্‌চি গাঁয়ের কথা,
নদীর ধারের নীরবতা,
কত ফুল ফল বৃক্ষ লতা
মনের চোখে দোলে।

শীতে যখন কোর্ত্তা গায়ে,
শুয়ে আছি লেপের ছায়ে ;
বালিস বুকে উপুর হয়ে
লিখ্‌চি ফাগুন মাস ;

বসন্তের কী মস্ত বাহার,
মলয় হাওয়ার গোপন বিহার,
ভোম্‌রা-কুলের ফুলের তেহার,
মাঠের নানান্ চাষ।

ধান্যবৃক্ষ দাওয়ায় উঠি
কিরূপে হয় ঘরের খুঁটি,
মাঘে আম্র-মুকুল ফুটি
বাগানটি কি তোফা;
আপন কক্ষে মনের মিশে
যাচ্ছি সে সব কলম পিষে;
এম্‌নি আমার সজাগ-দিশে,
পুথি-গত চোপা।

আষাঢ় মাসে নদীর বাঁকে,
গাঁয়ের নারী কলসী কাঁখে,
জলের লাগি দাঁড়িয়ে থাকে,
আছে আমার জানা;
জানি তাদের শঙ্কা-সরম,
নিলাজ যুবার তোয়াজ-ধরম,
তাইতে বেরোয় গরম গরম
কাব্যি-রসের দানা।

যদিও আমি সহর ছেড়ে,
যাইনি কভু কিছুর তরে,
তবু জানি কোথায় ওড়ে
রঙ্-বেরঙের পাখী ;
কোথায় কোকিল ডাকে কুহু,
বিরহী কয় উহু উহু,
বিদ্যা আমার আছে বহু,
হুবহু সব লিখি।

এত যোগাড় এত যন্ত্র,
এত আমার জাগৎ-মন্ত্র,
আমার রসাল কাব্যি-তন্ত্র
গভীর এবং পষ্ট ;
তবু যদি কবি বলে'
না দাও মালা আমার গলে,
জান্‌বো তবে দেশের ভালে
আছে বহুৎ কষ্ট।

কলিকাতা। ২৩ পৌষ, ১৩২১

হাসিয়ে দিলে

বড় হাসিয়ে দিলে এবার ওরা,
হাসিয়ে দিলে ভাই!
এই সোনার সারা বিশ্ব জোড়া
কেবল নাকি ছাই!
কেবল খানিক ছাইরে,—ওরে
কেবল খানিক ছাই!
হাসিয়ে দিলে এবার মোরে,
হাসিয়ে দিলে ভাই!

তুমি-আমি রাধু-বুধু,
আছি কেবল শুধু-শুধু,
এত প্রবীন জায়গা-জমিন
তিলেক নাই কো ঠাঁই;
মদির বাতাস, উদার আকাশ,
তরুণ ঊষার অরুণ বিকাশ,
এ সব নাকি ভুলের প্রকাশ,
কিছুই ইহার নাই।
হোঃ হোঃ হোঃ হাসিয়ে দিলে,
হাসিয়ে দিলে ভাই!

সৎ কি অসৎ ভালো-মন্দ,
মুক্ত কিবা নিছক বন্ধ,
নাক কান আর আঁখির দ্বন্দ্ব,
সন্দেহ তো নাই ;
দেখ্‌ছো যা' তা' সবই মিছে,
যা' দেখনি তাই যে আছে,
বুঝ্‌তে হবে আঁচে আঁচে,
সবই পাঁচের চাঁই।
হোঃ হোঃ হোঃ হাসিয়ে দিলে,
হাসিয়ে দিলে ভাই !

বিরাট বিশাল শূন্য জুড়ে'
তুমি-আমি বেড়াই ঘুরে'
অকার-আকার সব একাকার,
কে কার কিসের সাঁই ?
আমরা নাকি পরম-ব্রহ্ম !
সেইটে জানা-ই চরম ধর্ম্ম !!
দেখে' নিজের মর্ম্ম-কর্ম্ম
ভরসা কিন্তু নাই !!!
হোঃ হোঃ হোঃ হাসিয়ে দিলে,
হাসিয়ে দিলে ভাই !

বারাণসী। ২১ বৈশাখ, ১৩২২

'ইয়ে' মাহাত্ম্য

বিশ্ব যেদিন হাস্য মুখে জাগ্‌লো,
বাণী-রাণীর আগমনী মাগ্‌লো ;
মৌন মূঢ় বুকের তলে
শোনিত-রাঙা শতদলে
ভাষার মুখর ফুল-কুমারী ফুট্‌লো,
ভাব-মলয়ার সোহাগ-সুবাস ছুট্‌লো ;

কোমল হাতের লীলা-কমল হিল্লোলে,
বহে' গেল নয়টি ধারা কল্লোলে ;
বয়ান-ভরা জাগলো হাস্য
নয়ন-কোণে করুণ লাস্য
শান্ত রৌদ্র বীর বীভৎস সকলে,
জাগ্‌লো ভীষণ জাগলো মোহন অতলে ;

তুমি ছিলে কোন সায়রে মগনা ?
ভাষা-রসের কোন্ লহরে লগনা ?
মন্দরেরি চূড়া নিয়ে
কোন্ বাসুকীর দড়া দিয়ে
উঠ্‌লে তুমি ওগো ইয়ে, মন্থনে ?
ভাষার অটুট মাল্য খানি গ্রন্থনে ?

বাক্য যেথা মৌন নীরব কথাহীন,
তুমি সেথা বাঁচাও তারে চিরদিন।
সকল রসের আলাপনে
তুমি জাগো সঙ্গোপনে
সকল কথার সমাপনে আছ লীন;
নিত্য তোমার চিত্তে আসন হে প্রবীণ!

সভার মাঝে বক্তা সাজে দাঁড়ায়ে,
বাক্য যখন বচন ফেলে হারায়ে;
তখন ইয়ে, তুমি এসে
নীরব কণ্ঠে দাঁড়াও হেসে
অকুল তটে কোমল বাহু বাড়ায়ে,
দাঁত-চিবানো ঘ্যাঙানি দাও ছাড়ায়ে।

সকল রসের ভাষ্য তুমি ইয়েটি,
প্রাণ-পিঁজ্‌রার যত্নে পোষা টিয়েটি।
তোমার মধু গুঞ্জরণে
বাণী-রাণীর কুঞ্জবনে
রঙীণ রাগের শিঞ্জী বাজে সোহাগে,
কি ভৈরবে কি মল্লারে বেহাগে।

ধন্য তুমি বিপথ-বারণ, হে মহৎ!
ওগো ইয়ে, তোমার পায়ে দণ্ডবৎ।
যে বোঝেনা তোমার তত্ত্ব
জ্ঞান নাই তার ষত্ব-ণত্ব
তুমি ছাড়া ভাষা ব্যর্থ রচনে;
তোমার দয়ায় বাক্য বাঁচে বচনে।

২৩ শ্রাবণ, ১৩২২

বদন ভঙ্গি

বাদল-দিনের মাদল যখন উঠলো বেজে গগনে,
আমি তখন ঘরের মাঝে বেজায় চিন্তা মগনে।
আকাশ-সভার বৈঠকেতে ছুট্‌লো রে স্থর সঙ্গীতে,
অপ্সরারা তালে তালে নাচছে কতই ভঙ্গিতে;
কণ্ঠহারের পান্না থানি ঝিলিক মারে হামেসা,
ওস্তাদিতে মস্ত চতুর,—ওযে ওদের নিজ পেশা!
উতাল বাতাস মাতাল হয়ে ঢলাঢলির চূড়ান্ত,
ফুলেরা সব পড়্‌লো ঝরে, সকল মধু বাড়ন্ত।

স্বর্গে যখন হানাহানি বাদল দিনের যাজনে,
আমি তখন মত্ত আছি সূক্ষ্ম-তত্ত্ব গাঁজনে।
চট্‌ করে' ভাই বুঝে নিলাম, সৃষ্টিকর্ত্তা নয় চতুর,
আমাদের এই মুখের সাম্‌নে কারোই কেন নাই মুকুর!
থাক্‌তো যদি এক-একখানা আয়না বাঁধা সম্মুখে,
নিত্যি যত ভঙ্গি করি, কর্‌তাম রে তা কোন্ মুখে?
অনেক বাঁচন বেঁচে যেতাম প্রাত্যহিকের ব্যাপারে,
অনাবশ্যক ঘট্‌চে যত, ঘট্‌তে কি আর তা পারে?

থাক্‌তো যদি চোখের সাম্‌নে বদন-দেখা আর্সিখান,
ঘুচে যেত ভরং করে' ওস্তাদিতে স্থর-শিখান।

মুখটি বেঁকে, মুণ্ডু নেড়ে, নিজের হাতে ধরে' কান,
পার্‌তেম কি রে, তোয়াজ করে' ফুলিয়ে গলা দিতে টান?
আপন চোখে দেখে তখন আপনারই এই-বদন-চাঁদ,
আপ্‌না হতে ছিঁড়ে যেতো তানপুরার ঐ স্বরের বাঁধ।
ফুরিয়ে যেতো গাহেন গাওয়া আসর করে' সর-গরম,
মজ্‌লিশের ঐ এজলাসেতে চাক্‌রী হতো শেষ-খতম।

এম্‌নি ধারা মেঘলা-রাতে আগল-দেওয়া কুটীরে,
কোমল বাহুর আড়ে যখন সোহাগ ওঠে ফুটি রে;
আধো-আধো গদো-গদো কতই ভাবের মহড়া,
গাল-ফুলানো ঠোঁটের কোণে প্রেমের খাড়া পাহারা;
অকারণের কাজে যত বহ্বারম্ভের অভিমান,
সকল যেতো বিফল হয়ে থাক্‌তো যদি আর্সিখান।
নাকি-কাঁদন-ধোয়া-বদন ঝিলিক দিতো নয়নে,
বেজায় বাধা পড়ে যেতো প্রণয় সোহাগ চয়নে।

ধর,—যখন তুমি-আমি বসে' আছি অকাজে,
এম্‌নি-ধারা বাদ্‌লা-দিনে আকাশ-জোড়া ঝাঁঝ বাজে;
আত্ম-তত্ত্বের গভীর সত্য ভাব্‌চি দিয়ে গোঁপে তা,
স্বয়ং আমার কী মহত্ত্ব, হচ্ছে সে সব বারতা:
রাজা-বাদ্‌সা মেরে দিয়ে উজীর সুরু করেছি,
রাজকন্যার বর-মাল্য স্বয়ং গলায় পরেছি;

ফুরিয়ে যেতো ফষ্টি তখন, বিকট রসের রঙ্গিমা,
দর্পণেতে দেখ্‌তে পেলে আপন ভুরু-ভঙ্গিমা।

আকাশের ঐ গুরু-গম্ভীর ডম্বুরাটির ধরণে,
আমি যখন ছড়্‌চি নিনাদ কর্ত্তা-গিরির করণে;
দাঁত-খামাটি চোখ্‌-রাঙাণি দন্তে-দন্ত ঘর্ষণে,
গিন্নি যখন আছেন স্থধু তপ্ত বারি বর্ষণে;
চাকর-বাকর ত্রস্ত-ব্যস্ত দেখে আমার ভিরকুটি,
চক্ষু যখন মাতাল হয়ে ললাট পরে যায় উঠি;
মেঘের মতন বেজায় আওয়াজ, ঝড়ের মতন হয় কোঁদন,
রগড় হতো, তখন যদি দেখ্‌তে পেতাম নিজ-বদন।

এম্‌নি-তর সকল কাজে সকাল-সাঁঝের ব্যাপারে,
অনেক রাস্তা কমে' যেতো জীবন-পথের সফরে।
অনেক বাক্য অনেক কার্য্য জবাব দিতো চাকরী,
চিত্ত তখন বাহির ছেড়ে থাক্‌তো ভিতর আঁকড়ি।
ফুরিয়ে যেতো হানাহানি কানাকানি গোপনে,
চিন্তা হতো গর্‌-রাজী ভাই, অলীক স্বপন বপনে।
তাইতো বলি, বিধির এবার হয়ে গেছে মস্ত চুক্,
আর্সি বিনা আমরা সবে দেখ্‌তে পাইনা আপন মুখ।

১৯ আষাঢ়, ১৩২২

গিন্নি

গিন্নি, তুমি হে আমার সর্ব্ব ;
উদ্যত-ফণা জাগ্রত সদা
নাশিতে সকল গর্ব্ব ।

তুমি হে আমার ভবের পাড়ির
অতি পুরাতন নৌকা ;
তুমি হে আমার ভোগ-রন্ধনে
ইন্ধন-ছাড়া চৌকা ।

তুমি হে আমার গ্রীষ্মের দিনে
গরম জলের টব,
স্নানে কিবা পানে লাগ যেই খানে
তীব্র সে অনুভব ।

তুমি হে আমার শীতের দিনের
ঠাণ্ডা বরফ জল,
দাঁতের আঁকুনি মুখের ঝাঁকুনি
দেহের কাঁপুনি-কল ।

তুমি হে আমার দিবসের মেঘ,

সদা ঘড়্-ঘড়্ শব্দ ;

সূর্য্য তোমার বজ্র-নিনাদে

আড়ালে থাকিয়া জব্দ।

তুমি হে আমার সান্ধ্য-ভ্রমণে

ছড়ির আকারে ছাতা ;

দুপুরের ধূপে, বরষার ঝুপে,

খুঁজে তো মিলেনা পাতা।

তুমি হে আমার নিশীথ-প্রদীপে

বাঁকা-করে'-কাটা পল্‌তে ;

ধোঁয়ার আঁধারে চিম্‌নি ফাঁফরে,

বেশীখন নারে জ্বল্‌তে।

তুমি হে আমার আয়েসের কালে

রবি ঠাকুরের কাব্য ;

কত যে হেঁয়ালী কিছুই বুঝিনা,

পড়িয়া যেতেছি দিব্য।

বঙ্কিম তব বঙ্কিম রসে

শঙ্কিত হয়ে অতি,

আস্‌মান-ছোঁকা আস্‌মানী রূপে

করেছে তোমারে নতি।

তব হাসি মুখ, যখন আমার
বাক্যেতে ঝন্-ঝন্ ;
প্রলয়-মূর্ত্তি তখনি তোমার,
যবে করে ঠন্-ঠন্।

তোমায়-আমায় ভীষণ একতা,
বাঁধা যে শক্ত ছাঁদে ;
দেখে আমাদের ক্ষিপ্ত-মিলন
বিধাতা-পুরুষ কাঁদে।

বিধাতা এখন হয়েছে ফাঁফর
তোমার-আমার চোটে ;
এত টানাটানি, ছাড়াতে পারেনি,
এমনী বেঁধেছি খোটে।

এস এস প্রিয়ে, ভুবন কাঁপায়ে,
এস হে সন্নিকট ;
তুমি-আমি দুই সংসারে সঙ্,
মন্ত্র-শেষের ফট্।

১৯ আশ্বিন, ১৩২১

কর্ত্তা

কর্ত্তা, তুমিই আমার সব!
অসনে-বসনে কিবা অনসনে
সদা করি অনুভব।

তুমি হে আমার জীর্ণ তরীর
কাণ্ডারী বড় পাকা,
কোনো মতে অতি সন্তর্পণে
বান-চাল হতে রাখা।

প্রভাতে উঠিয়া তোমারি লাগিয়া
আফিসের ভাত রাঁধি,
ভিজা ইন্ধনে রন্ধন-শালে
ধোঁয়ার কাঁফরে কাঁদি।

হাতা-বেড়ি সনে শাক-চচ্চড়ি
যুঝে হয় অবসন্ন;
দশটার আগে নিত্য যোগাই
গরম গরম অন্ন।

তুমি আর তব বংশধরের
জঠর-অংশ হতে,
যদি কিছু বাঁচে, তাই খেয়ে মোর
দিন কাটে কোনো মতে।

তুমি হে আমার গ্রীষ্মের কালে
প্রবল ঝড়ের হাওয়া;
সম্ভব নহে ধূলির আঁধারে,
দুচোখ মেলিয়া চাওয়া।

তুমি হে আমার শীতের দিনেতে
দগ্ধিতে হুতাশন;
তব উত্তাপে শরীর ভেদিয়া
তেঁতে ওঠে প্রাণ-মন।

কলম পিষিয়া আফিসেতে খাও
সাহেবের কান-মলা;
দিবসের শেষে উল্লাসে তাই
ভিজাইতে যাও গলা।

সারা দিনে পাও যা-কিছু ইনাম,
সকল করিয়া জড়ো,
ঘরেতে আসিয়া দুনো সুদ সহ
আমার উপরে ঝাড়ো।

তুমি হে আমার মাইকেল-কবি,
ঘোর ঘন-ঘটা রব;
গুরু-গম্ভীর ডম্বরু নাদে
অম্বর পরাভব।

তুমি হে আমার চালক-যন্ত্র,
কলুর ঘরের ঘানি ;
চোখে ঠুলি বেঁধে তোমারে ঘেরিয়া
সারাটা জীবন টানি।

অন্দরে আমি বদ্ধ আঁধারে,
কিছু নাই—ঠন্‌ঠন্ ;
বাহিরে তোমার খাসা রোসনাই,
কত ঝাড়-লণ্ঠন।

অতি গাঢ় রস বঁধুয়া তোমার,
কিছুতে মোটে-না গলে ;
ভাল হতো এই জমাট পিরীতি
খানিক তরল হলে।

তোমার সস্তা গৃহস্থালীর
রেস্ত যা কিছু আমি ;
শাস্ত্র-নজিরে মস্ত দেবতা
তুমি মোর সেরা স্বামী !!

তোমারি কৃপায় উদর পূর্ণ,
(যদিও অন্নে নয়) ;
প্রতি বছরের অন্ন-প্রাসনে
পাও তার পরিচয়।

পুন্নাম হতে লভেছ মুক্তি,
ধন্য পুণ্যবাণ!
পুণ্যের চোটে বাড়িছে দৈন্য,
ভাগী আমি আধখান।

তুমি আছ বলে' দুবেলা দুমুঠো
খেতে কোনো মানা নাই;
এ গুণের তব নাহিক তুলনা,
কৃতার্থ আমি তাই।

ধন্য বিধাতা, নির্জ্জনে বসি'
গড়েছে মাণিক-জোড়া;
জীবন-যজ্ঞে আচমন তুমি,
মন্ত্রের আদি গোড়া।

১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

ভাড়াটে’ বাড়ী

নির্জ্জীব হৃদয়-হীন পাষাণ সমান
নীরবে দাঁড়ায়ে তুমি অচঞ্চল-প্রাণ
হে নিঠুর ভাড়াটিয়া গৃহ! তব বুকে
নাহি বিন্দু মমতার ছায়া—সুখে-দুখে
জড়িত করুণ-পরাণ। মহোল্লাসে
খেলিয়াছে কত শিশু মিলি, কলহাসে
মুখরিয়া তোমার প্রাচীর; নব অনুরাগে
যুবক-যুবতী কত প্রণয়-সোহাগে
যাপিয়াছে দীর্ঘ নিশি রভস-মন্থরে;
কত ক্ষুব্ধ প্রাণ নিত্য ব্যথিত অন্তরে
কাঁদিয়াছে; হেরিয়াছ কত মৃত্যু-শোক,
কত দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস, উৎসব-আলোক।
স্থির মনে পুরাতনে দিয়েছ বিদায়,
নূতনে লয়েছ বরি বারনারী প্রায়!

কমলার কমণীয় চরণ পরশে
তোমার পাষাণ তনু নবীন হরষে
হয় নাই কোনো দিন পুলকে ব্যথিত।
কত শঙ্খ-জয়ধ্বনি রয়েছে অঙ্কিত
তোমার অচল দেহে, কত জাগরণ,
কত বেদনা-স্বপন; কত ঝঞ্ঝা-রণ,
কত অশ্রু-বারি! নীরবে রয়েছ খাড়া—
অভিশপ্ত ছায়া সম কুল-লক্ষ্মী হারা
ইষ্টকের স্তূপ! তব ভূত ইতিহাস,
কত গুপ্ত লীলা-খেলা লাবণ্য-বিলাস
আঁকিয়াছে প্রতি পত্রে। শুনেছ পাষাণি,
কত শত সংসারের জীবন কাহিনী—
প্রাণ-শূন্য প্রাণে। জড় মাঝে তুমি জড়!
একান্ত নিশ্চল মৃত নীরব নিথর!

২৪ শ্রাবন, ১৩২২

প্রবীণ

(রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" কাব্যের প্রথম কবিতার অনুবৃত্তি)

ওরে প্রবীণ! সকল যুগের সাচা!
ওরে স্বত, ওরে নত,
কচি ওদের আদর দিয়ে বাঁচা।
রক্ত-আলোর মদে হয়ে ভোর,
মত্ত তা'রে ভাব্‌ছে আপন জোর,
বিকার ঘোরে খুলে দিয়ে দ্বোর,
তাই তুলেছে এমন বেহুঁস নাচা।
ওরে শান্ত, বাঁচা ওদের বাঁচা।

খাঁচা ওদের দুল্‌ছে ঝ'ড়ো হাওয়ায়;
এক গাছি খড় নাইরে চালে,
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ যে নবীন, ঐ যে কচি-কুঁড়ি,
বোঁটার ডগায় ঝুল্‌ছে-ঝুরি-ঝুরি,
দেখিস্ যেন যায়না ঝড়ে উড়ি
ওদের উতাল দোল-দেওয়া এ খাঁচা।
ঝড়ের হাওয়ায় কচিদের আজ বাঁচা।

ঘরের পানে তাকায়না রে কেউ ;
বাইরে কোথায় বান ডেকেছে,
সেই জোয়ারে লাগাতে চায় ঢেউ।
ফুরফুরিয়ে হাওয়ার তালে ওড়ে,
ঘর ভেসে যায় উতাল বানের তোড়ে,
কচি ডানার ক্ষণিক কাঁচা জোরে
তুচ্ছ ওদের আপন ঘরের মাচা।
আয়রে গরুড়, চড়্‌ই দলে বাঁচা।

ওরা তোদের শুন্‌বেনা রে মানা ;
ঠোঁট উঁচিয়ে আস্‌বে তেড়ে,
ওরা ভাবে, শক্ত ওদের ডানা।
তোদের দেওয়া ঘরের দানা খেয়ে,
নাচ্‌ছে ওরা পরের পানে চেয়ে,
ভাব্‌ছে, খানিক পাখীর বুলি গেয়ে
গুলিয়ে দেবে মিথ্যা এবং সাচা।
রে শাশ্বত, ঠুন্‌কো ওদের বাঁচা।

সবুজ নেশায় ওই যে মাতামাতি,
কতক্ষণ বা রইবে খাড়া ?
ফুরিয়ে যাবে প্রভাত হলে রাতি

ওরে শান্ত! যুগ-যুগান্ত জোড়া!
ওরে প্রাচীন! সকল আদির গোড়া!
থামিয়ে দিয়ে কচি ডানার ওড়া
ফিরিয়ে নিয়ে আয়রে ঘরের বাছা;
নরম ডানায় সয় কি গরম নাচা?

আন্‌রে টেনে বদ্ধ ঘরের মাঝে;
রুদ্ধ করে' ঘরের ছেলে,
লাগা ওদের আপন ঘরের কাজে।
যেমন ধারা যুগ-যুগান্ত ধরে'
বাঁচিয়ে এলি কতই উতাল ঝড়ে;
আপন বিত্ত ফেলে ধূলার 'পরে
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে একি যাচা!
ঘরের ছেলে ঘরে এনে বাঁচা।

চির প্রবীণ, তুই যে চিরজীবী;
কত এলো কতই গেলো,
ভাঙ্‌লোনা রে তোর এ ঘরের ঢিবি।
চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লি বহুৎ মাতা'
অখণ্ড তোর রইল পুঁথির পাতা,
তোর এ বাঁধন শক্ত হাতের গাঁথা,
ছিঁড়্‌বেনা রে অটুট মাল্যগাছা;
হোক্‌না ওদের যতই উতাল নাচা।

১৭ ফাল্গুন, ১৩২৫

সমাপ্ত

অয়ংতে শর্যণাবতি সুসোমায়ামধি প্রিয়ঃ।
আর্জীকীয়ে মদিং তমঃ ॥•

ঋগ্বেদ। ৮ম ৬৪ সূ ১১ ঋক্ ॥

ইমং মে গংগে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ল্যা মরুদ্‌ধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুসোময়া ॥

ঋগ্বেদ। ১০ম ৭৫ সূ ৫ ঋক্ ॥

According to Yaska the Sushomà is the Indus.

Max Muller's *India, What can it teach us.*

. (1883) PP. 165 to 173.

যথারীতি ত্রিসন্ধ্যা বিধি পালন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক-খানি বিশেষ উপযোগী হইবে। পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা ভাল, মূল্যও কম।"

বরিশাল-হিতৈষী :—"এ যাবত সন্ধ্যা এমন সরল ও সহজ কবিতায় আর অনূদিত হয় নাই।"

নায়ক :—"এই অনুবাদের জন্য দরবেশ মহাশয়কে ধন্যবাদ করি।"

বাঙ্গালী :—"অনুবাদ খুব সরল হইয়াছে।"

Bengalee:—"The metrical translation of the whole piece has been done in a way that can not be too highly praised. We wonder the rendering could be made so simple, charming and impressive.

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী :—অনুবাদের কবিত্ব ভাল লাগিল। আপনার এই উদ্যম প্রশংসনীয়।"

অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ :—"আমার নিকট ইহা ভালই লাগিয়াছে। আপনি অক্ষরানুগত হইতে গিয়া পদলালিত্যের হানি করেন নাই, ইহা প্রশংসার বিষয়।"

অধ্যাপক ললিত কুমার বিদ্যারত্ন :—"এরূপ গীতি কবিতার ভাষায় ত্রিসন্ধ্যার সরল অনুবাদ করিয়া আপনি সমাজের উপকার করিয়াছেন. সন্দেহ নাই। এ উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।"

মূল্য চারি আনা।

শ্রীবৃন্দাবন-শতক

মানসী ও মর্ম্মবাণী :—"এখানি ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বৈদান্তিক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-সন্ন্যাসী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ (পূর্ব্ব নাম প্রকাশানন্দ) সরস্বতী বিরচিত "শ্রীশ্রীবৃন্দাবন শতকম্" নামক মূল সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। অনুবাদক মূল গ্রন্থ নিবদ্ধ ১২৬টি শ্লোক যথাযথ ভাবে সহজ অথচ সুমিষ্ট ভাষায় বিবিধ ছন্দে পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং অনুবাদে শ্লোকগুলির প্রকৃত ভাবার্থ রক্ষা করে

যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, বুঝিতে পারা যায়। আমরা পুস্তকখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরায়ণ, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। গ্রন্থারম্ভেই অনুবাদক মহাশয় প্রবোধানন্দ সরস্বতীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত উক্ত সরস্বতীর বিখ্যাত বিচার কাহিনী প্রকাশ করিয়া গ্রন্থখানিকে অধিকতর উপভোগ্য করিয়াছেন। বিচার-কাহিনীটি যেমন কৌতুহলজনক, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা ভাল, মূল্যও অধিক নয়।"

নব্যভারত:—"অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সুন্দর।"

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার:—আপনার অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে; অনুবাদে মূলের ভাব বিশেষ নিপুণতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে।"

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আট আনা।

জপজী

মহাত্মা গুরুনানক বিরচিত। শিখ ধর্ম্ম গ্রন্থ "শ্রীশ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবজী"র প্রথম অধ্যায়। বাঙ্গালা অক্ষরে গুরুমুখী ভাষায় মূল ও তন্নিম্নে কবি দরবেশের সুললিত পদ্যানুবাদ। মহাত্মা গুরুনানকজীর জীবনী সহ। মূল্য ছয় আনা।

স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপজী বি. এ:—"সদ্‌গুরু কৃপায় আপনার ন্যায় ভক্ত সাধকের হৃদয়ের আবেগে সেই স্বভাব সিদ্ধ মহাপুরুষের জ্ঞান ও ভক্তি ভাবের প্রবাহ কবিতার ছত্রে ছত্রে শোভা পাইতেছে।

স্বামী সেবানন্দজী:—"জপজী পাইবার দিন থেকে প্রত্যহ পাঠ করছি। এই অমূল্য রত্নখানি আপনি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করে' কি উপকার করেছেন, তা' আমি কি লিখ্‌ব! কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে।"

রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার:—"অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়াছে।"

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার:—অনুবাদ বড় কঠিন কাজ। তাহা আপনি যেরূপ সুচারু ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দিত হইয়াছি।"

প্রবাসী :—"গ্রন্থকারের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। কৃত্রিমতার দ্বারা ভাবকে কোথাও আড়ষ্ট করিয়া তোলা হয় নাই।"

সঙ্গীত-সুধা

ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-দেব বিরচিত সমগ্র সঙ্গীতাবলি একত্র সংগৃহিত। গোঁসাইজীর একখানি সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্র সহ। মূল্য দুই আনা।

কুল সঙ্গীত

কবি দরবেশ এই গ্রন্থে তদীয় পিতৃদেব সাধক চূড়ামণি স্বর্গীয় কুঞ্জচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি সুললিত সাধন-সঙ্গীত একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন। ভূমিকায় রচয়িতার জীবনী এবং কুল-শাস্ত্রের মনোজ্ঞ আলোচনা করা হইয়াছে। সাধক মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। মূল্য দুই আনা।

বিজলী সঙ্গীত

গ্রন্থকারের তরুণ বয়সের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ পূর্ণ সঙ্গীতাবলি। নব যুগের নূতন ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার গভীর অভিব্যক্তি। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য চারি আনা।

গানের খাতা

গ্রন্থকারের বাল্য বয়সের রচিত বিবিধ সঙ্গীত এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গান পূর্ব্ববঙ্গে বাউল ও বৈরাগীগণের মধ্যে সুপ্রচলিত। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান :—

মেসার্স গুরুদাস চাটার্জ্জি এণ্ড সন্‌স্‌, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

অথবা

১৭৭নং হাড়াবাগ, বেনারস সিটী, গ্রন্থকারের নিকট।